# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০১৩-২০১৬

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**www.mole.gov.bd**

ইমেইল ঃ info@mole.gov.bd

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৬

| | | |
|---|---|---|
| সার্বিক তত্ত্বাবধান | ঃ | মিঞা আবদুল্লাহ মামুন<br>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) |
| সমন্বয় | ঃ | মোঃ শাহজাহান মিয়া<br>যুগ্মসচিব (প্রশাসন) |
| সার্বিক সহযোগিতায় | ঃ | ১. এ বি এম খোরশেদ আলম<br>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব)<br>২. সৈয়দ আহম্মদ<br>মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)<br>৩. ম. আ. কাশেম মাসুদ<br>যুগ্ম-সচিব (শ্রম)<br>৪. মোঃ আশরাফুজ্জামান<br>শ্রম পরিচালক (যুগ্মসচিব)<br>৫. বেগম শাহীন আখ্তার<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)<br>৬. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মোড়ল<br>প্রশাসনিক কর্মকর্তা<br>৭. মোঃ আরিফুল ইসলাম<br>প্রশাসনিক কর্মকর্তা<br>৮. শ্যামল চন্দ্র পাল<br>অফিস সহকারী (চঃদাঃ) |
| প্রচ্ছদ | ঃ | মোঃ সাইফুল ইসলাম<br>ব্যক্তিগত কর্মকর্তা |
| প্রকাশকাল | ঃ | আগষ্ট, ২০১৬ |
| প্রকাশনায় | ঃ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |

**মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি**
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৬ সালের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সুসম্পর্ক বজায় রেখে শিল্প কলকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের রুপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-কে যুগোপযোগী ও আধুনিক করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধনী) আইন, ২০১৩ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধি ২৬ আগষ্ট/২০১৫ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিগত বছরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কার্যক্রম আরো সুদৃঢ় হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরী কাঠামো ঘোষণা এবং সর্বোপরি শিল্প কারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে সার্বিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখার লক্ষ্যে মানসম্মত ও যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি বিবেচনায় আলোচ্য এ প্রতিবেদন মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

২০১৩-২০১৬ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করাসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(**মোঃ মুজিবুল হক**, এম.পি)

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৬ সনের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্ণনাও এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব তথ্যাদি বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের ফলে তা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্পস্টতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদন্ড মর্মে বিবেচিত হবে।

দেশের প্রচলিত আইন ও শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সুসম্পর্ক নিশ্চিতকরণ এবং বর্হিবিশ্বের সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংস্থাসমূহকে আস্থায় রাখার প্রচেষ্টার মাধ্যমে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ইতোমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আস্থায় নিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় শ্রমনীতি এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধন ও আইনটির বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী এ আইনটি বাস্তবায়নযোগ্য এবং অধিকতর শ্রম বান্ধব করা হয়েছে, যার সুফল শ্রমজীবী সমাজ পেতে শুরু করেছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নিরসন করে কল্যাণধর্মী এ আইনটিকেও বাস্তবায়নযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশোধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহকর্মীদের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের রপ্তানী আয়ের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ও প্রত্যক্ষভাবে চল্লিশ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী গার্মেন্টস শিল্পকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শতভাগ সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাই।

(মিকাইল শিপার)

**মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন**
অতিরিক্ত সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


# মুখবন্ধ

বিগত অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্য ও কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাই তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যাতে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

বর্তমান সরকারের সময়কালে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরসহ ৩৮টি সেক্টরে নূন্যতম নতুন মজুরী কাঠামো ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ কে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নসহ ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদ (টিসিসি) গঠন, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং এতদসংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণ, ইসিএনএসডিসি ও এনএসডিসি সচিবালয় গঠন এবং এর আওতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে। দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজ সমূহের অন্যতম। এ সকল কাজের ভবিষ্যত লক্ষমাত্রা নির্ধারণে এ প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।

শ্রমসাধ্য এ প্রতিবেদনটি প্রকাশনায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন)

# সূচীপত্র


| | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | ভূমিকা | ৭ |
| ২। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী<br>উদ্দেশ্য<br>কার্যাবলী | ৭-৮ |
| ৩। | শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও অনুবিভাগ | ৮-৯ |
| ৪। | মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড | ১০-১৮ |
| ৫। | আইএলও কনভেনশন | ১৯ |
| ৬। | মন্ত্রণালয়ের অধীনস্হ সংস্হাসমূহ ঃ | |
| | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর | ২১-৩২ |
| | (খ) শ্রম পরিদপ্তর | ৩৩-৪০ |
| | (গ) শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও শ্রম আদালত | ৪১ |
| | (ঘ) নিম্নতম মজুরি বোর্ড | ৪২ |
| | (ঙ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) | ৪৩-৫২ |
| | (চ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন | ৫৩-৬২ |
| ৭। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ সালের প্রতিবেদন | ৬৪-৬৯ |
| ৮। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ সালের প্রতিবেদন | ৭১-৭৫ |
| ৯। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ সালের প্রতিবেদন | ৭৭-৮১ |
| ১০। | APA Performance Evaluation Report- 2014-2015 | ৮৩-৮৬ |
| ১১। | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ৮৭-৯৪ |
| ১২। | অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা | ৯৫-৯৯ |
| ১৩। | চিত্রপটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৬ সালের কর্মকান্ড | |

# ভূমিকা

দেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নসহ শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন শ্রম এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা, শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, নীতি, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজ সমূহের অন্যতম।

একটি দেশের উন্নয়নে শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাস্তবতার কারণে উন্নত দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তথা শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় দেশ ও সরকারের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতা, প্রথাগত ধারণা সর্বোপরি দুরদর্শিতার অভাবে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব যথাযথভাবে বিবেচিত হয়নি। বিগত মহাজোট সরকারের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী Vision-২০২১ এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১-এ উন্নত দেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, SDG এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগিকরণ, জাতীয় শ্রম নীতি পুনমূল্যায়ণ, নূন্যতম মজুরী পুনর্নির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। ২০০9 সালে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মোট ০৭ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত সার সহ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০.০ রূপকল্প (Vison)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

৩.০.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

## ৪.০.০ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

### ৪.০.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদার করণ;
খ. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন; এবং
গ. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

## ৫.০.০ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিস্পত্তি, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন।
৪. শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ।
৮. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ।
৯. ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন ও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন;
১০. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্হার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
১১. শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্হাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

## ৬.০.০ সাংগঠনিক কাঠামো

৬.০.১ প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ে একজন সচিবের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিন জন যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে চারটি অনুবিভাগ রয়েছে ঃ

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ (২) শ্রম অনুবিভাগ (৩) রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ ও (৪) উন্নয়ন অনুবিভাগ।

### ৬.০.২ প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, সংস্থাপন, আইন ও আদালত, আইসিটি সেল ও লাইব্রেরি নিয়ে প্রশাসন অনুবিভাগ গঠিত। এর আওতায় রয়েছে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্হ দপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমের আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকসমূহ। প্রশাসন অনুবিভাগে রয়েছেন মোট ০৪ জন উপসচিব, ০১ জন সিস্টেম এনালিষ্ট, ০৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। এছাড়াও ০১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্ম-সচিব সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।

### ৬.০.৩ শ্রম অনুবিভাগ

শ্রম বিষয়ক তিনটি অধিশাখা নিয়ে গঠিত শ্রম অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সকল অধীনস্হ সংস্হার প্রশাসন ও উন্নয়ন বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন শ্রম আইন ও বিধি সংক্রান্ত নীতিমালা, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, আদালতসমূহের রায়/রিপোর্ট কার্যবিবরণী প্রকাশ, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও প্রকাশনা এবং এসব বিষয়ে

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষাসহ এ সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন। শ্রম অনুবিভাগে রয়েছেন মোট ০৩ জন উপসচিব, ০৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব।

### ৬.০.৪ রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ

রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এ দু'টি অধিশাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। রপ্তানীমুখী শিল্প সংক্রান্ত জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারী শ্রমিকদের শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। আইএলও এর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শ্রম সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যক্রম। আইএলও গভার্নিং বডির বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত কার্যবলী, আইএলও এর অনুসমর্থন প্রক্রিয়াকরণ। ডিসেন্ট ওয়ার্ক লেবার স্ট্যান্ডার্ড, সোশ্যাল সিকিউরিটি, অকুপেশনাল সেইফটি এন্ড হেলথ, আনএমপ্লয়মেন্ট, সোশ্যাল ডায়লগ, বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব,০৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

### ৬.০.৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ

বাজেট, পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান এ নিয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ গঠিত। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাজেট প্রণয়ন, বিতরণ, সংশোধন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভ্রমণ বিল প্রস্তুত, চেক সংগ্রহ ও বিতরণ, সিএও অফিসের সাথে যোগাযোগ। মন্ত্রণালয়ের পঞ্চম বার্ষিকী, মধ্য মেয়াদী ও বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সহায়তা, এনএসডিসি সচিবালয়ের কার্যক্রম তদারকি, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের পর্যবেক্ষণ এবং নতুন নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০২ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব,০৬ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

৭.০.০ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড (২০১৩-২০১৬)

৭.০.১ আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনঃ

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধামালা-২০১৫: সংশোধিত শ্রম আইনের আলোকে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ শ্রম বিধামালা ২০১৫ প্রনয়ণ করা হয়েছে। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শ্রম পরিস্থিতি আরো সুসংহত হবে। এ বিধিমালার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের সরকারের দায়িত্ব, মালিকের দায়িত্ব এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

শ্রম বিধিমালা-২০১৫ চুরান্তকরণ সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম.পি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এম.পি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণায়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এম.পি, এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি

২। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়নঃ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হলেও আইনের বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় এ আইনের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছিল না। এর প্রেক্ষিতে সরকার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং এ আইনের বিধান স্পষ্টীকরণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ১৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত আইনের আলোকে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শ্রমকি কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা ২০১০ সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থিতি ছিল ৮,৪৪,৪০৫.৩০ (আটলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত পাঁচ টাকা/৩০ পয়সা) টাকা। ২০১৫ সালের ৩১ জুন পর্যন্ত এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে ১,২২,৫৭,০০,০০০/- (একশত বাইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা হয়েছে।

৩।  গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়নঃ বাংলাদেশের গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু পরিবার থেকে শুরু করে ক্রমপ্রসারমান নগর জীবনের পারিবারিক আবাসস্থল, মেস এবং ক্ষেত্রবিশেষে ডরমিটরি প্রভৃতি গৃহকর্মীদের কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। শিক্ষা উপ-বৃত্তি এবং অবৈতনিক নারীশিক্ষার সরকারি কর্মসূচির কারণে শিশুদের গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেলেও দারিদ্র্য-পীড়িত বিশেষ বিশেষ এলাকা (Poverty pocket) থেকে শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে শহরে আসার প্রবণতা অব্যাহত আছে। অন্যদিকে, সাধারণত নগরবাসী মানুষের গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা এবং গৃহকর্তা ও গৃহের সদস্যদের প্রতি ইঙ্গিত আনুগত্যের বিবেচনায় নারী গৃহকর্মীদের অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করার ফলে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী হিসেবে নারী গৃহকর্মী বিশেষত কিশোরী বা শিশু গৃহকর্মী নিয়োগের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। আনুগত্যপ্রাপ্তির এ মানসিকতার মাঝে বিকৃতিও লক্ষ্য করা যায় যা গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নির্যাতনের ফলে মৃত্যু বা হত্যা কিংবা আত্মহত্যার মতো কোন কোন ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে সংবেদনশীল মানব সমাজকে চরমভাবে বেদনাবিদ্ধ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনী কাঠামো তৈরীতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পুর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রনয়ন করা হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। একই সাথে এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ এর উপর আলোচনা

৪।  শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়নঃ বাংলাদেশ ২০০১ সালে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন-১৮২ অনুসমর্থন করেছে। উক্ত কনভেনশনের বিধান (দফা ৪) অনুসারে অনুসমর্থকারী দেশ সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা কিংবা নৈতিকতার পক্ষে হানিকর কাজের তালিকা প্রণয়ন ও সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করবে। সে প্রেক্ষিতে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায় এমন কাজের তালিকা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে সভা-সেমিনারে আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের খসড়া তালিকা প্রণয়ন করা হয়। যেখানে সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। ৩৮টি কাজকে শারীরিক, মানসিক ও

নৈতিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি তালিকা ১০/০৩/২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট (এসআরও) ৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে জারী করা হয়। তালিকাটি (বাংলা ও ইংরেজী) পুস্তিকা আকারে মুদ্রণ করা হয়েছে।

৫। ''শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতিমালা'' প্রণয়নঃ 'শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতি' প্রণয়নের লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ নীতি প্রণয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। নীতিটির খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০৮/২০১৩ তারিখে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল গঠণঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩২ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ২১৮ বিধি অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টর বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য ত্রিপক্ষীয় মতামতের ভিত্তিতে এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে গঠিতব্য কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানী মূল্যের শতকরা ০.০৩ (দশমিক শূন্য তিন) ভাগ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি জমা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এ তহবিলে প্রতি বছর প্রায় ৭৫ কোটি টাকা জমা হবে। এটি শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জমাকৃত অর্থ থেকে রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

৭। সেইফটি কমিটি গঠনঃ সংশোধিত শ্রম আইনের ৯০ (ক) ধারার বিধান মোতাবেক পঞ্চাশ বা তদুর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এমন প্রত্যেক কলকারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। গঠিত কমিটি কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি বিষয়ে আইন ও প্রচলিত বিধি বিধানের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে।

সেফটি কমিটি মেম্বার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম

৮। অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমঃ ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে গত ১৬-০৩-২০১৩ তারিখে তৈরী পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার কারণে তৈরী পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য উক্ত কর্মপরিকল্পনায় ভবন নিরাপত্তা সংযুক্ত করে গত ২৫-০৭-২০১৩ তারিখে National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় আইন ও নীতি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক সংক্রান্ত এবং প্রায়োগিক কার্যাবলী সংক্রান্ত তিনটি মূল ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধিনে BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩,৭৪৬টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

ACCORD এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

৯। Better Work Programmeঃ ILO এর সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং তৈরী পোশাক শিল্পের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিককে কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১০। ডিজিটাল কার্যক্রমঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে। এ ছাড়া একটি Publicly Accessible Database এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ৩,৭৪৩টি রপ্তানীমূখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১১।  গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরী নির্মাণঃ গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের বালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ডরমিটরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প ২টির ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারের গৃহায়ণ তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ ও এডিবি বরাদ্দ নিয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১২।  পিপিপি এর আওতায় ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণঃ শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক নিয়োগ কাযক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৩।  সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন কাঠামো ২০১৫ ঘোষণার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য "জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা-২০১৫" গঠন করা হয়েছে। সরকারের সাবেক সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খানকে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এবং জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন এফসিএকে সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়োগ পূর্বক মোট ১৮ সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন কার্যক্রম শুরু করার ০৬ মাসের মধ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

১৪।  Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্পঃ উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে RMG সেক্টরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৬ কোটি (তিনশত ছাব্বিশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার ১০,৬০০ (দশ হাজার ছয়শত) জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। ২০১২-২০১৮ সাল মেয়াদকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা

১৫।   নারী ও শিশুশ্রম শাখাঃ Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of support to the time bound programme towards the elimination of worst forms of child labour in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে নারী ও শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ শাখা অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এ শাখার মাধ্যমে জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০-এর আলোকে প্রনীত‘‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন কর্মপরিকল্পনা (NPA)’’ বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করা হচ্ছে। এছাড়া (১) জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (NCLWC), (২) বিভাগীয় শিশু শ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (DCLWC), (৩) জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম (DCRMF), (৪) উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (UCLMC) এর কাজ এ শাখার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

১৬।   সমিক্ষা কার্যক্রমঃ গার্মেন্টস সেক্টরে এলাকা ভিত্তিক গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা, মোট শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানসহ এ সেক্টরকে বিশ্বের এক নম্বর শিল্প সেক্টরে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার কি করণীয় তা নির্ধারণের লক্ষ্যে দেশের খ্যাতিমান সংস্থা BIDS এর মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকারি অর্থায়নে একটি স্টাডি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে BIDS তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

১৭। শিশুশ্রমের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশের শিশু -কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের হার অনেক বেশী। আই্এলও-এর সহায়তায় বিবিএস কর্তৃক শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৩ সালের শিশুশ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩ .৪ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১ .২ মিলিয়ন।

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস’২০১৫ এর জাতীয় সেমিনার।

১৮।  জার্মান সরকারের সাথে সহযোগিতা চুক্তিঃ-

কর্মসংস্থানে দূর্ঘটনা বীমা ব্যবস্থায় একটি আইনি কাঠামো স্থাপনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে জার্মান সরকার, ILO এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিগত ০৬ /১০/২০১৫ তারিখ একটি Letter of Intent স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আলোকে ইতোমধ্যে দুইটি ব্যাচে সরকার পক্ষের ১৬ জন , মালিক পক্ষের ১৬ জন এবং শ্রমিক পক্ষের ১৬ জন জার্মানীতে সামাজিক সংলাপ , কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা , চিকিৎসা এবং দূর্ঘটনা বীমার উপর জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। আরো প্রশিক্ষণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

জার্মানী, আইএলও ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

জার্মান সরকারের সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে সুস্থ সামাজিক সংলাপ , কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, চিকিৎসা, দুর্ঘটনা বীমা এবং পূর্ণবাসনের জন্য " Employment Injury Protection and Rehabilitation Project" শীর্ষক নামে একটি প্রকল্প GIZ এর মাধ্যমে প্রণয়নের কা র্যক্রম চলছে। তাছাড়া, জার্মান সরকারের সহায়তায় কলকারখানা ও শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালার টেকসই পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ILO কর্তৃক "Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।

১৯। Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন :

প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের ৬৬ কোটি টাকা অর্থায়নে আই্এলও এর কারিগরী সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল তৈরী পোষাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার এবং সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্ততা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ (১) সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির টেকসই উন্নয়ন; (২) সালিশ ও মধ্যস্ততার টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; (৩) লিঙ্গ-সমতার বিষয়ে সজাগ থাকাসহ সামাজিক সংলাপ এবং বিরোধ-নিরোধ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০। শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ ঢাকাস্থ বিজয় নগর এলাকায় ২০ শতাংশ জমির উপর একটি ২৫ তলা “শ্রম ভবন” নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ভবন নির্মাণের পাইলিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

“শ্রম ভবন নির্মাণ” প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২১। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ০৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নীতকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ০৯টি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গাজীপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুর জেলা কার্যালয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি

২২। চেইঞ্জিং জেন্ডার নর্মস অব গার্মেন্টস এমপ্লয়ীজ প্রকল্পঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীর জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি, মিডলেভেল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য প্রশিক্ষণ, বিজিএমইএ ও সংশ্লিষ্ট কারখানার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স ও ফার্মাসিস্ট প্রমুখের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ কাল ডিসেম্বর ২০১৬। এ পর্যন্ত ৪০টি কারখানায় ৪১০টি ব্যাচে ২০,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আরো ২৯০টি ব্যাচে ১৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ০৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

২৩। প্রমোটিং ফান্ডামেন্টাল রাইটস এ্যাট ওয়ার্ক এন্ড লেবার রিলেশনস ইন এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও চামড়া শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে লেবার রাইটর্স, শ্রম আইন ও শ্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা।

# ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

| Sl. No. | Title of the Convention (Year, No.) | Date of Ratification |
|---|---|---|
| 1. | Hours of works (Industry) Convention, 1919 (No.1) | 22.06.1972 |
| 2. | Night Work(Women) Convention, 1919 (No. 4) | 22.06.1972 |
| 3. | Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No.6) | 22.06.1972 |
| 4. | Right of Association (Agriculture) Convention,1921 (No.11) | 22.06.1972 |
| 5. | Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 (No.14) | 22.06.1972 |
| 6. | Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 (No.15) | 22.06.1972 |
| 7. | Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921 (No.16) | 22.06.1972 |
| 8. | Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No.18) | 22.06.1972 |
| 9. | Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 (No.19) | 22.06.1972 |
| 10. | Inspection of Emigrants Convention, 1926 (No.21) | 22.06.1972 |
| 11. | Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No.22) | 22.06.1972 |
| 12. | Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 (No.27) | 22.06.1972 |
| 13. | * Forced Labour Convention, 1930 (No.29) | 22.06.1972 |
| 14. | Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 (No.32) | 22.06.1972 |
| 15. | Underground work (women) Convention, 1935 (No.45) | 22.06.1972 |
| 16. | Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937 (No.59) | 22.06.1972 |
| 17. | Final Articles Revision Convention, 1946 (No.80) | 22.06.1972 |
| 18. | Labour Inspection Convention, 1947 (No.81) | 22.06.1972 |
| 19. | * Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87) | 22.06.1972 |
| 20. | Night Work (Women) convention (revised) 1948 (No.89) | 22.06.1972 |
| 21. | Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 (No.90) | 22.06.1972 |
| 22. | Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 (No.96) | 22.06.1972 |
| 23. | * Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98) | 22.06.1972 |
| 24. | * Equal Remuneration Convention , 1951 (No.100) | 28.01.1998 |
| 25. | * Abolition of Forced Labour Convention , 1957 (No.105) | 22.06.1972 |
| 26. | Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957 (No.106) | 22.06.1972 |
| 27. | Indigenous & Tribal Population Convention, 1957 (No.107) | 22.06.1972 |
| 28. | * Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 (No.111) | 22.06.1972 |
| 29. | Final Articles Revision Convention, 1961 (No.116) | 22.06.1972 |
| 30. | Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 (No.118) | 22.06.1972 |
| 31. | Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No.144) | 17.04.1979 |
| 32. | Nursing Personnel Convention, 1977 (No.149) | 17.04.1979 |
| 33. | * Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 (No.182) | 12.03.2001 |
| 34. | Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185) | 28.04.2014 |
| 35. | Maritime Labour Convention 2006 | 06.11.2014 |

* ILO Core conventions.

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তরসমূহ ঃ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম পরিদপ্তর

শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও শ্রম আদালত

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

# কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবন
২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা
www.dife.gov.bd

## ৮.০.০ অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, মজুরী প্রদান, কর্ম সময় ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নসহ শ্রম ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প ও বাণিজ্য সেক্টরের ভূমিকা প্রতিদিন বাড়ছে। এ সকল সেক্টরে কাজ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধাদি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য ১৫-০১-২০১৪ তারিখে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। প্রধান পরিদর্শক (উপ-সচিব) থেকে মহাপরিদর্শক (অতিঃ সচিব) পদে উন্নীতকরণ DIFE কে আরো শক্তিশালী করেছে।

### কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সেবাসমূহঃ

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম বিধি অনুযায়ী কলকারখানা, দোকান, প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রধানতঃ চাকুরি বিধিমালা প্রস্তুতকরণ, শ্রমিক কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলো নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে আইন লংঘনকারীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া।
- কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন।
- কারখানা/প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা ও বিধি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব ও আবেদনের প্রেক্ষিতে অব্যাহতি প্রদান।
- শ্রমিক কর্তৃক আনীত লিখিত অভিযোগের বিষয়সমূহ নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষদের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা এবং শ্রম আইন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- কারখানার লে-আউট প্ল্যান বা সম্প্রসারণের নক্শা অনুমোদন করা।
- কলকারখানার নিবন্ধীকরণ এবং লাইসেন্স নবায়ন।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।

➢ শ্রম পরিদর্শন, মজুরী ব্যবস্থাপনা, কর্ম এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।

➢ বিভিন্ন শ্রমিক/মালিক সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে সহযোগিতা করা।

➢ পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।

অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ায় কর্মচারীর সংখ্যা তিনগুনেরও বেশি হয়েছে। জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩ উন্নীত করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৭৫ জন পরিদর্শক। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর পরিদপ্তর থাকাকালীন প্রধান কার্যালয় এবং ০৭টি জেলা কার্যালয় এর মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছিল। অধিদপ্তর সৃষ্টির পর ২৩টি জেলায় কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে জনবল বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোর পরিবর্তন এবং সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। **জনবল :** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর রানা প্লাজার দূর্ঘটনার পূর্বে মাত্র ৫২ জন পরিদর্শক কর্মরত ছিল। রানা প্লাজার দূর্ঘটনার পর আগস্ট ২০১৫ এর মধ্যে ১ম শ্রেণির ৪২ জন এবং ২য় শেণির ১৯৩ জনসহ সর্বমোট ২৩৫ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২৮১ জন পরিদর্শক কর্মরত আছে। তন্মধ্যে আগস্ট ২০১৫ সালে নারী পরিদর্শকের শতকরা হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২০% (৫৭ জন)। উল্লেখ্য যে, ১ম শ্রেণির ৪৭টি এবং ২য় শ্রেণির ১২২টি মোট ১৬৯ টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা (রিকুইজিশন) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

**যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ :** এ অধিদপ্তর পরিদপ্তর থাকাকালীন মাত্র ০১টি জীপ ও তিনটি কার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএলও (ILO), জিআইজেড (GIZ) এবং অধিদপ্তর কর্তৃক ০৯টি মাইক্রোবাস, ১৭০টি মোটর সাইকেল, ৪০টি স্কুটি, ১২৮ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৯টি প্রিন্টার, ৩৪টি ল্যাপটপ ০৯টি ফ্যাক্স মেশিন, ০৯টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ২৩টি ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। এতে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিদর্শকদের মাঝে মোটর সাইকেল বিতরণ করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, এমপি।

**বাজেট :** ২০১৩-২০১৪ সালে ৬.২৯.৩৭ কোটি এবং ২০১৪-২০১৫ সালে এ অধিদপ্তরের টাকা ২৩.৩০.১০ কোটি বাজেট বরাদ্দ ছিল। ২০১৫-২০১৬ সালে সেটা প্রায় ৪ গুণ বেড়ে হয়েছে টাকা ৩১.৫০.০০ কোটি।

**মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:** দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিদর্শকগণকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ সালে আইএলও (ILO), জিআইজেড (GIZ) এবং সরকারের উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের ধারাকে অধিকতর গতিশীল, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

**অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রম আইন, শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাজেট, অন-লাইন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে ২০১৪-২০১৫ সালে সর্বমোট ৪৬টি প্রশিক্ষণে ৯৩৮ জন পরিদর্শক ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।

| প্রশিক্ষণ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | সময়কাল | প্রশিক্ষণের সংখ্যা | প্রশিক্ষন দাতা |
|---|---|---|---|---|
| বেসিক ট্রেইনিং | ১৪৮ | ১৪৮ | ৪ | আই এল ও এবং জি আই জেড |
| ইন্ডাকশান ট্রেইনিং | ১২৫ | ১২৫ | ৫ | আই টি সি, আই এল ও |
| বাংলাদেশ শ্রম আইন | ৯৬ | ৯৬ | ৪ | আই এল ও এবং জি আই জেড |
| মাস্টার ট্রেইনার ট্রেইনিং | ২০ | ২০ | ৫ | আই টি সি, আই এল ও |
| অশ ডিসটেন্স লার্নিং | ১০ | ১০ | ১ | আই টি সি, আই এল ও |
| বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ | | | | |
| সেফটি অ্যাসেসমেন্ট ও ফলোআপ | ১৫ | ১৫ | ০১ | সরকার |
| ফিল্ড টেকনিক্যাল ট্রেইনিং | ০৪ | ০৪ | ০১ | সরকার এবং আই এল ও |
| লেবার ইন্সপেকশন ইন্ডাকশান | ১২৩ | ১২৩ | ০৩ | সরকার |
| ট্রেইনিং- মাস্টার ট্রেইনার | ২০ | ২০ | ০১ | আই এল ও |
| বেসিক ট্রেইনিং | ৪০ | ৪০ | ০২ | আই এল ও |
| ডি আই এফ ই আধুনিকায়ন ট্রেইনিং | ১৮০ | ১৮০ | ০৬ | সরকার |
| অনলাইন রেজিস্ট্রেশন | ১০ | ১০ | ০১ | সরকার |
| এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্সুরেন্স প্রোগ্রাম | ১০ | ১০৪ দিন | ০১ | আই এল ও |
| লেবার ইন্সপেকশন এবং প্ল্যানিং | ১৫ | ৫দিন | ০১ | আই এল ও |
| লেবার ইন্সপেকশন চেকলিস্ট | ১৫ | ৪ দিন | ০১ | আই এল ও |
| অ্যাসেসমেন্ট- পোশাক শিল্প কারখানা | ১০ | ৫দিন | ০১ | আই এল ও |
| ফলোআপ- অ্যাসেসমেন্ট- পোশাক শিল্প কারখানা | ২০ | ১৬৫দিন | ০১ | আই এল ও |
| ডিজিটাল সিগনেচার- ফাইল ম্যানেজমেন্ট | ০৩ | | ০১ | সরকার |
| শ্রম আইন ও পরিদর্শন পদ্ধতি | ৯৬ | ০২ | ০৪ | জি আই জেড |
| আন্তর্জাতিক অশ রেগুলেশন | ১২ | ২৪ দিন | ০১ | জি আই জেড |
| শ্রম আইন-২০০৬ | ২৪ | ১৫ দিন | ০২ | বি জি এম ই এ |
| পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা | ১৮ | ০৫ দিন | ০১ | সরকার |
| বাজেটিং ও অ্যাকাউন্টিং | ০১ | ০৬ দিন | ০১ | অর্থ মন্ত্রনালয় |
| ৩১ তম ফাইনাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স | ০১ | ১১ দিন | ০১ | সরকার |
| শ্রম আইন ও পরিদর্শন | ৩৭ | ০২ দিন | ০১ | সরকার |
| স্ট্যাটিসটিকাল ইকনমি ও সোশাল রিসার্চ | ৩২ | ০১ দিন | ০১ | সরকার |
| ইন্ট্রোডাকটারি কোর্স | ১১০ | ১০ দিন | ০১ | জি আই জেড এবং আই এল ও |
| বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ | ১০৫ | ০২ দিন | ০১ | সরকার |
| অশ কিট শেয়ারিং | ০৮ | ১৫ দিন | ০১ | আই এল ও |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ওয়েব সাইট ডিজাইন | ০১ | ০২ দিন | ০১ | সরকার |
| দুর্ঘটনা বীমা | ০৪ | ০৩ দিন | ০১ | আই এল ও এবং জি আই জেড |
| বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ-১ম ব্যাচ | ৪০ | ১৩ দিন | ০১ | সরকার এবং আই এল ও |
| বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ-২য় ব্যাচ | ৪০ | ০২ দিন | ০১ | সরকার এবং আই এল ও |
| বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ-৩য় ব্যাচ | ৪০ | ০২ দিন | ০১ | সরকার এবং আই এল ও |
| পি পি ই | ২৭ | ০৩ দিন | ০১ | সরকার |
| সেফটি অ্যাসেসমেন্ট ও ক্যাপ ডেভেলপমেন্ট | ২৮ | ০৩ দিন | ০১ | সরকার এবং আই এল ও |
| মোট-৪৬ | ৯৩৮ | ১৫ দিন | ৪ | আই এল ও এবং জি আই জেড |

**বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশিক্ষণের আওতায় ২০১৪-২০১৫ সালে সর্বমোট ০৭টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ১৮ জন পরিদর্শককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**ইতালীর তুরিনে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।**

শ্রমজীবি মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনানুগভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলির সুস্থ কর্মপরিবেশ এবং সুরক্ষা নিশ্চিতকরণকে সামনে রেখে অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে শ্রমিক ও মালিকের কল্যাণ ও তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। জনবহুল এ দেশটি অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও প্রবৃদ্ধি ৬% ধরে রেখেছে যার ফলে মাথাপিছু গড় আয় বেড়েছে এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

শিল্প সেক্টরে অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে রপ্তানীর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এজিডিপি'র উন্নয়নে মূলতঃ দেশের কৃষিখাতই বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমৃদ্ধশালী করেছে। সেবাখাত বেকারত্ব দূরীকরণ এবং শিল্প কারখানার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শিল্প কারখানা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের এবং শ্রমিক ও মালিকের মেল বন্ধনের বিষয়টি সামনে চলে আসে। বিষয়টি সরকারের জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত। এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

**কর্মস্থলে নিরাপত্তা :** তাজরিন এবং রানা প্লাজার মর্মান্তিক দূর্ঘটনার ফলে গার্মেন্টস শিল্পের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে দেশে ও বিদেশে সব মহলে উৎকন্ঠা দেখা দেয়। এ সংশয় দূর করার লক্ষ্যে গার্মেন্টস শিল্পের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমিকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এর আলোকে ILO এর

কারিগরি সহযোগিতায় সরকার, মালিক, শ্রমিকপক্ষসহ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ শিল্প সেক্টরের নিরাপত্তা নতুন মাইল ফলক হিসেবে কাজ করছে। যার ফলে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর জাতীয় ত্রিদলীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action) গৃহীত হয়। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়ণের জন্য জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি ইউরোপীয় ক্রেতা জোট সংস্থা (Accord on Fire and Building Safety) এবং উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট সংস্থা (Alliance for Bangladesh Safety) RMG ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত অ্যাসেসমেন্টের বিবরণ নিম্নরূপঃ

| | সম্পাদিত অ্যাসেসমেন্ট |
|---|---|
| জাতীয় কার্যক্রম | ১৫৪৯ |
| অ্যাকর্ড | ১৩৬৮ |
| অ্যালাইয়েন্স | ৮২৯ |
| মোট | ৩৭৪৬ |

সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ করার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করে। এ রিভিউ প্যানেলের মূল দায়িত্ব ০৩ ইনিশিয়েটিভ কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কারখানা ভবন পরিবীক্ষণ করে কারখানা ভবন বন্ধ করার সুপারিশ করা। রিভিউ প্যানেল এ পর্যন্ত ১৫৪টি কারখানা পরিদর্শন করেছে এবং ৩৯টি কারখানা সম্পূর্ণ এবং ৪৬টি কারখানা আংশিক বন্ধ করেছে।

কর্মস্থলে নিরাপত্তাই শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

জাতীয় ত্রিদলীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action) এর আওতায় প্রাথমিক এসেসমেন্ট (Assesmsent) কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক এসেসমেন্ট (Assesmsent) এর প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ DIFE ওয়েবসাইটে (www.dife.gov.bd) নিয়মিত আপলোড (Upload) করে থাকে। এতে সমগ্র পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট ক্রেতা গোষ্ঠি বাংলাদেশের RMG কারখানা ভবনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে আপলোডকৃত (Upload) কারখানার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

| ডি আই এফ ই ওয়েবসাইট এ দেয়া প্রতিবেদনের সংখ্যা | |
|---|---|
| অ্যাকর্ড | ৭৪৫ |
| অ্যালাইয়েন্স | ৫৬৬ |
| জাতীয় কার্যক্রম | ১৫৪৯ |
| মোট | ২,৮৬০ |

**শিশুশ্রম:** শিশু শ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরণের শ্রম থেকে শিশুদেরকে মুক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা এ অধিদপ্তরের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য একটি চাইল্ড লেবার ইউনিট গঠন করেছে।

**নারী বান্ধবকর্মক্ষেত্র:** নারীর ক্ষমতায় দেশের দারিদ্র দূরীকরণ শ্রমবাজারে নারীর অধিক অংশগ্রহণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকারের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে কোন ধরণের বৈষম্য দূরীকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাস্থ্যসম্মত এবং নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও মার্তৃত্ব সুরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। ২০১৪-২০১৫ সালে বিভিন্ন জেলায় ৩৬৮৪ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ডে-কেয়ারে শিশুরা আনন্দ নিয়ে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে।

**শ্রম আইন ও শ্রম বিধি:** বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শ্রম আইন জারী করেছেন। তন্মধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করা হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিধি জারী করা হয়। এছাড়াও আজ পর্যন্ত আইনের পাশাপাশি ৩৫টি আইএলও কনভেনশন অনুমোদন করে। তন্মধ্যে ০৭টি মৌলিক কনভেনশন রয়েছে।

**পরিদর্শন :** বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য।

পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করাই এ অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য। এ মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে সরকার শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবন মান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে পরিদর্শন করা হয়:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কারখানা পরিদর্শন করছেন।

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন।

(খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন।

(গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন।

(ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন।

**নিয়মিত পরিদর্শন মূলতঃ নিম্নোক্ত ধাপে হয়ে থাকে:**

(ক) সকল নিয়মিত পরিদর্শন আগে অবহিত করেই করা হয়ে থাকে। ফ্যাক্টরী মালিকদের ফোন কল অথবা এক সপ্তাহ আগেই চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

(খ) পরিদর্শনের সময় মূলতঃ ফ্যাক্টরীর নাম, পরিদর্শন বিভাগ তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। সেখানে পরিদর্শকের নামও উল্লেখ থাকে। ২০১৪-২০১৫ সালে ৫৬০৩৩ টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। তন্মধ্যে আরএমজি (RMG) কারখানার পরিদর্শনের সংখ্যা হচ্ছে ৪,৮০৮ টি।

| | | ২০১৪ | ২০১৫ |
|---|---|---|---|
| ২৩টি জেলা কার্যালয়ের সমন্বিত পরিসংখ্যান | সেক্টর | পরিদর্শনকৃত কারখানার সংখ্যা | পরিদর্শনকৃত কারখানার সংখ্যা |
| | পোশাকশিল্প | ২২৮১ | ২৫২৭ |
| | অন্যান্য | ১২৫১১ | ২০৩২৪ |
| | দোকান | ৭৯২৫ | ৫৫৭৮ |
| | প্রতিষ্ঠান | ১৪৮০ | ৩৪০৭ |
| | মোট | ২৪১৯৭ | ৩১৮৩৬ |

**মামলা:** শ্রম আইন অমান্যকারী আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশিষ্ট আদালতে মামলা রুজু করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ সালে ৩,১৯৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তন্মধ্যে আরএমজি (RMG) কারখানায় ৪২৬ টি মামলা করা হয়েছে।

**রাজস্ব আদায় :** এ অধিদপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে লাইসেন্স ও নবায়নের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ সালে ৪,৬৮,৮১,০০০/- টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

**নিম্নতম মজুরী:** শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ গূরুত্বের সাথে কাজ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে ২০১৪-২০১৫ সালে ৪,৫৪৪ টি কারখানায় (RMG) পরিদর্শন করে এবং ৯৮% কারখানায় নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**শ্রমিক কল্যাণ:** দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধণের নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ অনুযায়ী এ অধিদপ্তর শ্রমিকের কল্যাণ করে থাকেন।

**ডিজিটালাইজেশান:** অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জনগণের সেবা তাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার প্রয়াস করেছে। ৩০ মার্চ ২০১৪ এ অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.dife.gov.bd চালু করা হয়েছে। যেখানে আরএমজি কারখানায় প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেস রয়েছে। নিম্নে ওয়েবসাইট-এ তথ্য সেবাসমূহ দেয়া হলো:

(ক) অর্গানোগ্রামসহ অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য;
(খ) প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা;
(গ) সেবা প্রদানের পদ্ধতিসহ সেবা গ্রহণের তালিকা;
(ঘ) ডাউনলোড সুবিধাসহ শ্রম আইন ও নীতিমালাসমূহ;
(ঙ) গার্মেন্টস সেক্টরের ডাটাবেস;
(চ) ডাউনলোড সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় ফরমসমূহ;
(ছ) দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত নোটিশ ও নিউজ ফ্লাশ।

**কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স গ্রহণ পদ্ধতি:** বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে। কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স গ্রহণ পদ্ধতি ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনলাইন পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।

## অন-লাইন সেবাসমূহ

(ক) কারখানার লে-আউট প্ল্যান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের আবেদন।
(খ) কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনসহ কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(গ) কারখানার লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।
(ঘ) কারখানার লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন।
(ঙ) কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(চ) কারখানার লে-আউট প্লান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্লান অনুমোদনসহ কারখানার লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন।
(ছ) কারখানার ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(জ) কাজ শুরু করার পূর্বে নোটিশ।
(ঝ) কোন শ্রমিকের বা শ্রমিকদের মজুরীসহ আইনগত প্রাপ্য পাওনাদির বিষয়ে অভিযোগ।
(ঞ) আবেদনপত্রের স্ট্যাটাস বা অবস্থান সম্পর্কে তথ্য।

**তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ:** বর্তমানে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এ অধিদপ্তরের আধুনিকায়নের ফলে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় পরিদর্শন পদ্ধতি আরো কার্যকর করার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

**হেল্প লাইন:** শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ জানাতে পারে এজন্য এ অধিদপ্তর (DIFE) ১৫ মার্চ ২০১৫ একটি হেল্প (Help) লাইন চালু করেছে। যার নম্বর হলো ০৮০০৪৪৫৫০০০। শ্রমিকরা শ্রম আইন বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারবে এ হেল্প লাইনের মাধ্যমে। ২০১৪-২০১৫ সালে মোট অভিযোগ ৬১১, প্রাসঙ্গিক অভিযোগ ৪৪২, নিস্পত্তির সংখ্যা ৭৩ এবং অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ ১৬৯ টি ।

**পরিদর্শন পরিকল্পনা :** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রথমবারের মত পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। শ্রম আইনের সার্বিক কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন হবে এ অধিদপ্তরের সার্থকতা। বিশেষ করে তৈরি পোষাক শিল্প সেক্টরে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং বিল্ডিং ইলেকট্রিক সেফটি নিশ্চিতকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য, শিশুশ্রম, কর্মস্থলে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এ অধিদপ্তরের মূল উদ্দেশ্য। পরিদর্শন পরিকল্পনায় তৈরি পোশাক শিল্প, পেশাগত স্বাস্থ্য, চামড়া শিল্প, জুট এবং টেক্সটাইল, সিমেন্ট সেক্টর, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং শিশু শ্রম খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিদর্শন পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

**রোডম্যাপ প্রস্তুত:** নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ আন্তর্জাতিক শ্রমমানের অন্যতম অনুষঙ্গ। ক্রেতা দেশগুলো বর্তমানে শ্রমিক অধিকার, তথ্য আন্তর্জাতিক শ্রমমানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য এ অধিদপ্তর সবসময় শ্রম ক্ষেত্রে সকল নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গার্মেন্টস সেক্টরের সার্বিক পরিস্থিতি সমুন্নত রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর রোড ম্যাপ প্রস্তুত করেছে।

**এ রোড ম্যাপের আওতায় নিম্নোক্তভাবে ০৬টি কমিটি গঠন করা হয়েছে:**

(ক) সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে নীতি প্রণয়ন কমিটি

(খ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত  কমিটি, তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কমিটি

(গ) Standard Operation Procedure (SOP)

(ঘ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও মনিটরিং কমিটি এবং

(ঙ) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত (OSH) কমিটি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন, ২০০৬ প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমজীবি মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক ও পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সুস্থ্য ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার মাধ্যমে শিল্পে শান্তি স্থিতিশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শ্রমিক, মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সম্মান ও সম্প্রীতির সম্পর্ক উন্নয়নে এ অধিদপ্তর ব্যাপক অবদান রেখেছে।

# শ্রম পরিদপ্তর

৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

**www.dol.gov.bd**

## ৯.০.০ শ্রম পরিদপ্তর

শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

### শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য,পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ করা;
- আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

শ্রম পরিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এর মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করণের বিষয়টি বর্তমান চলমান আছে। এ পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে উন্নীত হলে এর জনবল বৃদ্ধি সহ অবকাঠামোয় পরিবর্তন আসবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

এ পরিদপ্তরের বর্তমান জনবল ও অবকাঠামো এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ-

(ক) জনবল: শ্রম পরিদপ্তরে ১ম শ্রেণীর ১২১টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৮৩ জন, ২য় শ্রেণীর ৫৭টি পদের বিপরীতে ২১ জন, ৩য় শ্রেণীর ৩১৮টি পদের বিপরীতে ২৭২ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর ২১৬টি পদের বিপরীতে ১৯৬ জন সহ সর্বমোট ৭১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপরীতে ৫৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট পদগুলো পূরণের জন্য কার্যক্রম চলছে। দাপ্তরিক শৃঙ্খলা এবং বিধি-বিধান পালন করে ৩য় শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে মূল পদে ফেরৎ প্রদানের কার্যক্রমও চলমান আছে।

(খ) নিয়োগ: ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে শ্রম পরিদপ্তরে ১ম শ্রেণীর ০৪ জন, ৩য় শ্রেণীর ২০ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ০৪ জন সর্বমোট ২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ম শ্রেণীর ৩ জন প্রভাষক ও ৪ জন চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ০৭ জন নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

(গ) প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার/সফর ইত্যাদি ঃ-

১। দেশ: ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনারে অংশগ্রহনকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬৩ জন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের লক্ষমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবে মর্মে আশা করা যায়।

অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিফ্রেসার্স কোর্স এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম,পি। পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন মহা পরিদর্শক জনাব সৈয়দ আহম্মদ এবং শ্রম পরিচালক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান।

২। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা, অফিস শৃঙ্খলা, আর্থিক বিধি-বিধান, শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাজেট, অন-লাইন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ কর্মশালা শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও অধীনস্থ অফিসসমূহে সময় সময়ে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার প্রশিক্ষণ ঘন্টা ১৩৬ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যার প্রশিক্ষণ ঘন্টা ৮৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এধরণের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিফ্রেসার্স কোর্স এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার। পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন শ্রম পরিচালক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান।

৩। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ : দেশে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কলকারখানা-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বমোট ৭১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৩৩৪৭ জন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

৬৩ তম শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কোর্সে এ বক্তব্য রাখছেন শ্রম পরিচালক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান।

৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ : শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা দেশে বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে, এ প্রসঙ্গে আর্থিক বিষয়টি জড়িত থাকায় বাজেট স্বল্পতার কারণে এবং কখনো কখনো দেশের সামগ্রিক শ্রম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের সব সময় এ ধরণের প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। এ প্রশিক্ষণের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ০৪জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ০৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষতার উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

ইটালির তুরিনে ITC-ILO কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে টঙ্গী শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং খুলনা শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ এবং প্রভাষকবৃন্দের সাথে ITC এর প্রশিক্ষক।

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন : সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, কর্মস্থলে সহযোগিতা ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সেক্টরে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন দেয়া হয়েছে ২৯৮টি ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৭টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া।

অন লাইনে রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সমাপ্তির পর শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব শুকুর মাহমুদের হাতে রেজিষ্ট্রেশন সনদ প্রদান করছেন শ্রম পরিচারক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান। পাশে উপস্থিত অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক জনাব আই, কে, এম, এহ্তেশামুল হক।

(ঙ) ট্রেড ইউনিয়ন এর কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন : ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের আওতায় রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ইউনিয়নসমূহের জন্য অনধিক দুই বৎসরে এবং প্রতিষ্ঠান পুঞ্জের আওতায় রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অনধিক তিন বৎসরে একবার কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করা বাধ্যতামূলক। প্রতি বছরে সর্বমোট ৭,৫৩৭ টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে। সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী "বিসিআইসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (রেজিঃ নং-বি-২০০১), বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-বি-৭৭), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-চট্ট-৬৪১)" এ- শ্রম পরিচালকের তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে।

শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন শ্রম পরিচালক জনাব এস, এম, আশরাফুজ্জামান

(চ) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচন : যে সকল প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান সে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষি নির্ধারণের লক্ষে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে। গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ১১টি প্রতিষ্ঠানে সি,বি,এ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৭টি প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমিন জুট মিলস লিমিটেড, ষোলশহর, চট্টগ্রাম-এ সি,বি,এ, নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের লক্ষে শ্রমিকগণ ব্যালট হাতে ভোট প্রদানের জন্য লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাছেন।

(ছ) পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পার্টিসিপেশন কমিটির গঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাধারণ ৫০ বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত এমন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি (৬ জনের কম এবং ৩৫ জনের বেশী নয়) নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ভোটে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং মালিক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত মালিক পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। বর্ণিত বিধিমালা জারীর পর এ পর্যন্ত ২৯টি প্রতিষ্ঠানে পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টিউনিক এ্যাপারেলস লিমিটেড, মিরপুর, ঢাকা-এ পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের লক্ষে শ্রমিকগণ ব্যালট হাতে লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

(জ) শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি : বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সিবিএ'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ভাবে উত্থাপিত হওয়াকেই শ্রম আইনে শিল্প বিরোধ বা শ্রম বিরোধ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ শ্রমিকের চাকুরীর শর্তাবলী ও কর্মস্থলে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রম বিরোধ উত্থাপিত হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ১১৪টি ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ২৪টি।

সিম্‌স ফ্যাশন্স লিমিটেড কর্মচারী ইউনিয়ন এবং সিম্‌স ফ্যাশন লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত ত্রি-পাক্ষীয় সালিসি সভায় চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের যুগ্ম শ্রম পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল আমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

(ঝ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান : শ্রমিক ও তার পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে সর্বমোট ৪২০১৪ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যগণকে এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮৫৭৭ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ষোলশহর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম নুর।

ঞ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান : শ্রমিক ও তার পরিবারের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হয়েছে সর্বমোট ২০৪০৮ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যগণকে এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৮১৯০ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

তেজগাঁও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দা নুরুন্নাহার ইসলাম।

(ট) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম বিনোদনমূলক সেবা প্রদান : শ্রমিক ও তার পরিবারের মধ্যে বিনোদনমূলক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনোদনমূলক সেবা দেয়া হয়েছে সর্বমোট ১১৫৫০০ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যগণকে ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫০৫৫২ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

রাজশাহীস্থ সপুরা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নারী শ্রমিকগণ লুডু খেলায় মত্ত।

(ঠ) জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি : স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহে সাপ্তাহিক গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে ২৬৪টি ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে ১০২৩টি।

শ্রম পরিদপ্তরের সেবাসমূহ আরও সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য ডিজিটালাইজড কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। শ্রম সংশ্লিষ্ট যে কোন পক্ষ এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

# শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত

৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা।

www.lat.gov.bd

## ১০.০.০ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমিমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। ৭টি শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ(জেলা ও দায়রা জজ) কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়। শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংক্ষুদ্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করলে মাননীয় চেয়ারম্যান (বিচারপতি) ও মাননীয় সদস্য এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন।

### শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের অবস্থানঃ

| ক্র/নং | আদালতের নাম | অবস্থান |
|---|---|---|
| ১। | শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল | ৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা। |
| ২। | ১ম শ্রম আদালত, ঢাকা। | শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা। |
| ৩। | ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা | শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা। |
| ৪। | ৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা। | শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা। |
| ৫। | ১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম। | ৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম। |
| ৬। | ২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম। | ৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম। |
| ৭। | বিভাগীয় শ্রম আদালত, রাজশাহী | শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। |
| ৮। | বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা। | ১৪,স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। |

# নিম্নতম মজুরী বোর্ড
## ২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
## সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.mwb.gov.bd

## ১১.০.০ নিম্নতম মজুরি বোর্ড

নিম্নতম মজুরী বোর্ড সরকার কর্তৃক প্রেরিত বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী হার নির্ধারণপূর্বক সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রেরিত শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণের জন্য চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য, একজন মালিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য, একজন শ্রমিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ২ জন সদস্য অর্থাৎ মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠিত।

সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেসরকারী নির্দিষ্ট কোন শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য মনোনয়নপূর্বক এ বোর্ডকে বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করার পর বোর্ডের চেয়ারম্যান বিধি অনুযায়ী সভা আহবানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারী নির্দিষ্ট কোন শিল্পের সার্বিক অবস্থা, শ্রমিকদের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরণ, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিল্প পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সভায় উপস্থিত সকল/সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণের/ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচার করা হয় (১ম ধাপ)। খসড়া সুপারিশ প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত আপত্তি/সুপারিশ/মতামত ইত্যাদি বোর্ড সভায় বিবেচনা করে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নর্পূবক সরকারের নিকট পেশ করা হয় (২য় ও শেষ ধাপ)। সরকার কর্তৃক উক্ত চূড়ান্ত "সুপারিশ" গৃহিত হলে গেজেটের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড এ পর্যন্ত মোট ৪২টি বেসরকারী শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আওতায় বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে (জানুয়ারি ২০০৯ - সেপ্টেম্বর ২০১৩) এ পর্যন্ত ৩৫টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ/ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭ টি সেক্টরে ইতোপূর্বে নির্ধারিত/ঘোষিত মজুরীর হার বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনঃ নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

# জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয়

টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার ভবন
তেজগাও শি/এ, ঢাকা।
www.nsdc.gov.bd

## ১২.০.০ National Skill Development Council (NSDC) সচিবালয়

### এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচিতি

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) ও এনএসডিসির নির্বাহী কমিটি (ইসিএনএসডিসি)কে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ কাউন্সিলের নির্দেশনা ও বাস্তবায়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে এনএসডিসি সচিবালয় গঠিত হয়। বর্তমানে এ কার্যালয়ের ঠিকানা-টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার (২য় তলা), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

### এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান কাজসমূহ

দেশে দক্ষতা উন্নয়নের সামগ্রিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে বিকাশমান অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এনএসডিসি সচিবালয় মূলতঃ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে-

১. এনএসডিসি এবং ইসিএনএসডিসিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
২. দক্ষতা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৩. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন;
৪. শিল্পখাত মান ও যোগ্যতা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে সহায়তা প্রদান;
৫. জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) নির্ধারণে নির্দেশনা ও সমন্বয় সাধন;
৬. দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা চালুকরণ;
৭. দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান;
৮. জাতীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন;
৯. শিক্ষানবিশি কার্যক্রম প্রবর্তনে নির্দেশনা প্রদান;
১০. প্রাতিষ্ঠানিক পুর্নগঠন নির্দেশনা প্রদান;
১১. মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল গঠন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি পরিচালনা;
১২. প্রবাসী কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদান;
১৩. পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির ব্যবস্থা প্রবর্তনে নির্দেশনা প্রদান;
১৪. বৃত্তিমূলক ও পেশাজীবন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান;
১৫. সমতা বিষয়ক (ইক্যুইটি) সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান;

### জনবল

বিগত ২৮/১০/২০১২খ্রি. তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এনএসডিসি সচিবালয় এর জন্য ২৬টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজীত এবং টিওএন্ডই অনুমোদন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

# এনএসডিসি সচিবালয়ের ২০১৪-২০১৫ সালের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

## ১.ইসিএনএসডিসি এর সভা

২০১৪-২০১৫ সালে ইসিএনএসডিসি এর ১৭তম সভা ২৫ জানুয়ারি তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এবং ১৮তম সভা ৭ এপ্রিল কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬তম ইসিএনএসডিসি সভায় মোট গৃহীত ১৬টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১২টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি যা ১৭তম সভায় উপস্থাপিত হয়। ১৭তম ইসিএনএসডিসি সভায় মোট ১৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যার মধ্যে ১০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ১৭তম ইসিএনএসডিসি সভা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত ১৮তম ইসিএনএসডিসি সভা।

## ২. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

এনএসডিসি'র ৩য় সভায় অনুমোদিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ফেইজ-১) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া মোট ২২টি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত খসড়া কর্মপরিকল্পনা একীভূত করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ফেইজ-২)-এর প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা।

## ৩.প্রতিবন্ধীদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্র অনুমোদন

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ এ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তাদের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যা অর্জন করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন TVET Reform প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্রের খসড়াটি প্রস্তুত করা হয় যা এনএসডিসি'র অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন।

## ৪.টিভিইটি ইনস্টিটিউট সেন্সাস

এনএসডিসি সচিবালয়ের উদ্যোগে রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) প্রতিষ্ঠানসমূহের শুমারী ২০১৫" বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। মূল সেন্সাস এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সেন্সাসের রির্পোট প্রক্রিয়াধীন।

## ৫.স্কিলস্ প্রোভাইডার্স সার্ভে (ফেইজ-১)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) এর অর্থায়নে এনএসডিসি সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত ৬০৫টি সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও পরিচালিত টিভিইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিলস্ ভার্সে সাডইাভ্রপর্টে (ফেইজ-১) পরিচালনা করা হয়। ইতোমধ্যে সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের কাজ চলমান।

## ৬. এনএসডিসি সচিবালয়ের লোগো নির্বাচন

এনএসডিসি সচিবালয়ের একটি অর্থবহ লোগো নির্বাচনের জন্য জাতীয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতা আহবানের প্রেক্ষিতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া প্রদান করে ১২টি লোগো পাওয়া গিয়েছে। লোগো নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমন্ডলী গঠিত হয়েছে।

## ৭. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে NTVQF চালুকরণ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুযায়ী সারা দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে NTVQF চালু করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এনএসডিসি সচিবালয় বিভিন্ন প্রস্তুতমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন National Technical and Vocational Qualifications Framework (NTVQF) ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। NTVQF এর বিভিন্ন Level-এ ১৩২ জন Trainer, ৯৬ জন Industry Assessor এবং ২৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী competent ও certified হয়েছে । দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে SDP প্রকল্পের আওতায় ফিলিপাইনে কিছু প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে STEP প্রকল্পের আওতায় সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই NTVQF বাস্তবায়নের জন্য Road Map প্রণীত হবে।

## ৮. STEP সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে একটি দক্ষ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৪ সালে STEP প্রকল্পের আওতায় প্রথম দেশে STEP সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

## ৯. আইএসসি গঠন

দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে শিল্পের অধিকতর সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের ১২টি আইএসসি গঠিত হয়েছে। এই আইএসসিগুলোকে শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকরকরণের লক্ষ্যে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গাইডলাইন প্রণয়নে এনএসডিসি সচিবালয় ভূমিকা রেখেছে। এ যাবৎ গঠিত ১২টি আইএসসির মধ্যে প্রতিবেদন প্রণয়নকালীন ২টি আইএসসি, যথা:- সিরামিকস ও ফার্মাসিওটিক্যাল আইএসসি গঠিত হয়।

## ১০. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) বাস্তবায়ন ও মনিটর বিষয়ক কর্মশালা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং ও পরিকল্পনা প্রস্তুতি' বিষয়ক সর্বমোট ৫টি কর্মশালা (বোর্ড, কুমিল্লা; গ্রাফিক্স আর্টস ইনস্টিটিউট,ঢাকা; টিলাগড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট; কিশোরগঞ্জ জেলা এবং এনএসডিসি সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালাগুলোতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জে ’জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন  কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) বাস্তবায়ন’ বিষয়ক কর্মশালায় দিক-নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক।

সিলেটে ’জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন  কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) বাস্তবায়ন’ বিষয়ক কর্মশালায় মূল্যবান বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

সিলেটে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন  কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) বাস্তবায়ন' বিষয়ক কর্মশালা।

## ১১. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ অবহিতকরণ কর্মশালা

স্থানীয় জেলা প্রশাসন, সরকারি-বেসরকারি টিভিইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণের জন্য মোট ৪টি কর্মশালা যথাক্রমে রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টাঙ্গাইলে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ কর্মশালা।

## ১২. টিভিইটি প্রশিক্ষকদের ডেমোনস্ট্রেশনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ পাঠদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

টিভিইটি প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির একটি ধাপ হিসেবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে 'টিভিইটি প্রশিক্ষকদের ডেমোনস্ট্রেশনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ পাঠদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' **বিষয়ক ৩টি কর্মশালা** যথাক্রমে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

"টিভিইটি প্রশিক্ষকদের ডেমোনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষ পাঠদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" বিষয়ক কর্মশালা।

## ১৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১তে নারীদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির হার অর্জনের জন্য আইএলও'র সহায়তায় প্রণীত "বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা উন্নয়নে জাতীয় কৌশল" টি এনএসডিসি'র ৩য় সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এরই আলোকে টিভিইটিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি পলিটেকনিক, টিএসসি ও টিটিসি এর অধ্যক্ষ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বিটিইবি ও বিএমইটি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ০৩ টি কর্মশালা যথাক্রমে রাজশাহী, রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। B-SEP প্রকল্পের সহযোগিতায় এনএসডিসি সচিবালয়ে 'National Strategy for Promotion of Gender Equality in TVET' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যাতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ, মহিলা চেম্বার/এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, এনসিসিডব্লিউই, আইএলও, ইউসেপ, ব্র্যাক এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে “টিভিইটি প্রতিষ্ঠানে নারীদের অর্ন্তভুক্তি বৃদ্ধিকরণ” বিষয়ক কর্মশালা।

## ১৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন (HRD) তহবিল গঠনের জন্য কর্মশালা

এনএসডিসি সচিবালয় এবং আইএলও এর B-SEP প্রকল্পের আয়োজনে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক তহবিল গঠনের নিমিত্তে “Assessment of Skills Gap and Determining Skills Training Needs and Establishing HRD Fund” শীর্ষক ৩টি পৃথক কর্মশালা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের, আইএসসিসমুহের এবং এনজিও এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (HRD) ফান্ড গঠনের জন্য কর্মশালা।

## ১৫. এনএসডিসি সচিবালয়ের আওতাধীন রানা প্লাজা কোঅর্ডিনেশন সেল এর কার্যক্রম

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতার হাত প্রসার করা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বরাদ্দ সুবিধাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে রানা প্লাজা কো-অর্ডিনেশন সেল সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রায় ১৯টি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। গত ২৯শে অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রানা প্লাজা কো-অর্ডিনেশন সেলে জব কাউন্সিলিং এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এর আয়োজনে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক কাউন্সেলিং প্রোগ্রামও অনুষ্ঠিত হয়।

## ১৬. এনএসডিসি সচিবালয়ের সহযোগিতায় দেশে প্রথম International Conference on TVET for Sustainable Development অনুষ্ঠিত

আইডিইবি ও সিপিএসসির যৌথ উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয়ের সহযোগিতায় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের মিলনায়তনে প্রথম ৩ দিন ব্যাপী International Conference on TVET for Sustainable Development শীর্ষক কনফারেন্স ৩০ এপ্রিল-২মে তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, সরকারি ও বেসরকারি টিভিইটি প্রতিষ্ঠান ও দক্ষিণ এশিয়ার ১৭টি দেশের প্রতিনিধিসহ, ঢাকাস্থ উন্নয়ন সহযোগী আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

## ১৭. এনএসডিসি সচিবালয়ের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে গবেষণা সম্পন্ন

এনএসডিসি সচিবালয়ের রাজস্ব বাজেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের আওতাধীন Center for Trade and Investment (CTI) পরিচালিত ’Study on migration pattern of workforce in RMG sector for positioning RMG related skill training centers’, Ges ‘Study on skills requirement in agricultural sector to meet future demand of mechanized cultivation’ শীর্ষক গবেষণাকর্ম ২টি সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা দুইটির ফলাফল বিস্তরণ (Report dissemination session) সেশন এনএসডিসি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

## ১৮. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত দেশে প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ করেন-

- এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত Implementation of Mutual Reorganization of Skills in ASEAN Countries শীর্ষক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।
- এনএসডিসি সচিবালয়ের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) গত ২০-২৪ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে ইটালির তুরিনে অনুষ্ঠিত Fellowship for Skills Needs Anticipation and Matching শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।
- ২৩-২৮ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত Technical Education and Training Program এ এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ১-১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Technical Advanced Course on Administrative and Development (ACAD) and Course Management for attending Training Course (Study Tour) under the project ‘Strengthening of BPATC’ শীর্ষক কোর্সে এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) অংশগ্রহণ করেন।
- ৭-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ৭ দিনব্যাপী Leadership Program এ এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (কর্মসূচি) অংশগ্রহণ করেন।

- ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত  ভারতের ভূপালে অনুষ্ঠিত 'Emerging Trend in TVET' Vision 2025 এ এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ২৪ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার Putra University-তে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং প্রোগ্রামে এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- ১৮মে  থেকে ১৬ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত Implementation Strengthening Government through capacity building of BCS Cadre Officers শীর্ষক ১ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- ২৫-২৯ মে, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ফিলিপাইনের TESDA (Technical Education and Skill Development Authority)তে অনুষ্ঠিত Leadership Training Program for the College Principal of the Technical School of Govt. Peoples Republic of Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে এনএসডিসি সচিবালয়ের উপ-পরিচালক (কর্মসূচি-১) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

- ২২-২৪ জুন, ২০১৫ তারিখ যুক্তরাজ্যে Implementation of Skills Development Policy এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ও এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেন।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রম বাজারের দক্ষ শ্রম শক্তির চাহিদা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। যেহেতু এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে কর্ম নিয়োগ উপযোগী দক্ষ জনশক্তি (Employable Skilled Work Force) গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই, সেহেতু  শিল্প ও  শিক্ষা  প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লিংকেজ তৈরির মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশী-বিদেশী শ্রমবাজারের সর্বশেষ চাহিদা ও শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থেকে নিয়মিতভাবে এনএসডিসি সচিবালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে দেশের জনশক্তিকে আরও কর্মক্ষম এবং দক্ষতায় দীক্ষিত করতে হবে।

# বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## ১৩.০.০ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবি মানুষের অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াসকে একইসূত্রে গেঁথেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিল্পায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সুমহান লক্ষ্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

### ১৩.০.১ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য বর্তমান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ০১ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনটি ১৯৬৮ সালে প্রণীত কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিকদের অংশগ্রহণ) আইনের আধুনিক সংস্করণ। ইতোপূর্বে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার অভাবে যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ত্রয়োদশ বৈঠকে এ আইনটি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনটি সংশোধন পূর্বক ‘বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আইনটির আলোকে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং এর কতিপয় বিধি সংশোধন ও সংযোজন করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১৫ সনে সংশোধন করা হয়।

### ১৩.০.২ আইনের উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করাসহ শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

### ১৩.০.৩ ফাউন্ডেশনের জনবল ও কার্যক্রম ঃ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (শ্রম) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন। ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব উক্ত বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া শ্রম পরিদপ্তরের শ্রম পরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য। বর্তমান পরিচালনা বোর্ডের মেয়াদ ২ জুলাই ২০১৩ হতে ১ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত। ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো ঃ

(ক) শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন;
(খ) শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণার্থে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও উহা বাস্তবায়ন;
(গ) শ্রমিকদের বিশেষত: অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ঘ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ঙ) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
(চ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
(ছ) শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
(জ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
(ঝ) উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন; এবং
(ঞ) শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

### ১৩.০.৪ ফাউন্ডেশনের তহবিল ঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি ‘শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল’ রয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ২৩৪(খ) ধারার বিধান মোতাবেক কোনো কোম্পানীর মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে। এছাড়া শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের আরো যেসব উৎস রয়েছে তা হলো ঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সুদবিহীন বা রেয়াতিহারে গৃহীত ঋণ;
(ঘ) ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা থেকে প্রাপ্ত আয়;
(ঙ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দানকৃত অর্থ;
(চ) ফাউন্ডেশনের তহবিল বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং
(ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে কর্ণফুলী ফার্টিলেইজার কোম্পানীর অনুদানের অর্থ প্রদান

**১৩.০.৫ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ঃ**

১) কোন শ্রমিকের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।
২) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান।
৩) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করলে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এককালীন অনধিক ২ (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান।
৪) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।
৫) জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান।
৬) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।
৭) কোন শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান।
৮) কোন শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।

**১৩.০.৬ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পদ্ধতি ঃ**

**ফাউন্ডেশনের** তহবিল হতে শিক্ষাবৃত্তি/যৌথ বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ/চিকিৎসা সাহায্য/দাফন বা অন্তোষ্টিক্রিয়া/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিককে সাহায্য প্রদান/দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য প্রদান/শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার জন্য অনুদান প্রদান এবং মাতৃত্ব কল্যাণ এসব খাতে বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান পাওয়ার জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীর ক্ষেত্রে আবেদন ফরমে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ প্রতিস্বাক্ষর (সিলমোহর ও তারিখসহ), সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংগঠনের (যদি থাকে) অথবা সংগঠনভুক্ত না হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনিক প্রধানের (উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) প্রত্যয়নপত্র আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনিক প্রধান (উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র আবেদন ফরমের

সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা শিক্ষা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ও পরীক্ষার নম্বরপত্র সংযুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত আবেদন ফরমে উক্ত তহবিল হতে প্রতি অর্থ বৎসরে একবার একজন শ্রমিক/কর্মচারী বা তার পরিবারের পক্ষ হতে আর্থিক সহায়তা/অনুদানের জন্য আবেদন করা যাবে।

### ১৩.০.৭ অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির আবেদনের সময়সীমা ঃ

দুর্ঘটনার কারণে কোন শ্রমিক জখমপ্রাপ্ত হলে অথবা অসুস্থ হলে বা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত জখমপ্রাপ্তি, অসুস্থতা বা মৃত্যুবরণের তারিখ হতে বিদ্যমান বিধি মোতাবেক ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক নিজে অথবা ক্ষেত্রমত তার আইনগত উত্তরাধিকারী **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন** এর নিকট অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন করা না হলে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে। উক্ত আবেদনের ফরম www.mole.gov.bd হতে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে এবং আবেদন করা যাবে।

### ১৩.০.৮ চলমান কার্যক্রম ঃ

### ১৩.১.০ শ্রমিকদের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থা এবং প্রিমিয়াম পরিশোধঃ

যে কোন পেশায় নিয়োজিত প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অনধিক ২০০ (দুইশত) শ্রমিক, কোন সমিতি বা সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হউক বা না হউক, তার জীবন বীমা করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯৯ প্রযোজ্য হয়, এরূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না এবং কোন শ্রমিক একাধিক যৌথ বীমা সুবিধার অধিকারী হবেন না। যৌথ (গোষ্ঠী ) বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে কেবলমাত্র কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যু ও দুর্ঘটনার উপর ঝুঁকি বীমাকৃত হবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ইতোমধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিকদের ৩টি সংগঠন এবং বাংলাদেশ মটরযান মেকানিক ফেডারেশনসহ মোট ৪টি সংগঠনের জন্য ৫ বছর মেয়াদী যৌথ বীমা স্কিম চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সংগঠন ৪টির মোট ২৫০০ জন সদস্যকে উক্ত যৌথ বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ বীমা স্কিমের বীমাকৃত অর্থের পরিমান ২ (দুই) লক্ষ টাকা। উক্ত বীমার বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১,৩০০/- (এক হাজার তিনশত) টাকা। যার মধ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৮৫০/- (আটশত পঞ্চাশ) টাকা ও শ্রমিক কর্তৃক ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধযোগ্য। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় সূচিত এ বীমা কর্মসূচি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। ভবিষ্যতে এ কর্মসূচি সব সেক্টরের শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের সাথে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সম্পর্ক নিবিড়তর হবে। বীমাকৃত শ্রমিকদের ইতোমধ্যে ১৩ জন মৃত্যু বরণ করায় তাদের প্রাপ্য অর্থ তাদের উত্তরাধীকারীদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

**বীমাভূক্ত মৃত নির্মাণ শ্রমিকদের আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর**

নির্মাণ শ্রমিকদের যৌথবীমার চেক প্রদান

**১৩.১.২ শ্রমিক/শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান ঃ**

বিভিন্ন ঘটনায় নিহত, আহত ও অসুস্থ শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে এ পর্যন্ত নিম্নরূপ অনুদান প্রদান করা হয়েছে ঃ

- আশুলিয়াস্থ তাজরীন ফ্যাশনস লিঃ এর অগ্নিকান্ডে এ পর্যন্ত নিহত (সনাক্তকৃত) ১০৯ জন শ্রমিকের প্রতি পরিবারকে ১ (এক) লক্ষ টাকা করে মোট ১,০৯,০০,০০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত ৪১ জন মৃত ও অসুস্থ প্রতি শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ২০,০০০/- বিশ হাজার করে মোট ৮,২০,০০০/- (আট লক্ষ বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- বোমা বিস্ফোরণে ১ জন শ্রমিকের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সুচিকিৎসার জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সময় ৭৫ জন মৃত ও অসুস্থ শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে মোট ১৪,৬০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- তোবা গ্রুপের অনশনরত অসুস্থ শ্রমিকদের এ্যাম্বুলেন্স ভাড়াসহ চিকিৎসা ব্যয় বাবদ মোট ৪৮,৩৫৫/- (আটচল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- যৌথ বীমাভুক্ত শ্রমিকদের বার্ষিক প্রিমিয়াম বাবদ এ পর্যন্ত ৩৩ (তেত্রিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

**১৩.১.৩** দেশে চলমান অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে যারা চিকিৎসাধীন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় যারা মারা গেছেন এমন ৯৯ জন শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ সহায়তা প্রদানের জন্য সমগ্র দেশ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের তালিকা সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

**১৩.১.৪** এ পর্যন্ত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে মোট ৪৩৬ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন এবং ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের জন্য দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের অনুদান প্রদান, যৌথ বীমা স্কীম চালুকরণ, দুঃস্থ ও অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যয় প্রদান এবং শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু করে, **বর্তমান শ্রম বান্ধব সরকার মেহনতী ও শ্রমজীবি মানুষের** কল্যাণে প্রদত্ত স্বীয় অংগীকার পূরণ করেছে। ভবিষ্যতে শ্রমজীবিদের কল্যাণে আরো ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

আবেদনকারীর

পাসপোর্ট

সাইজের ১

**''ফরম-'ক'**

[বিধি ৪(২) দ্রষ্টব্য]

**বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন ফরম**

**সহায়তা যাচনার কারণঃ (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)**

(ক) দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষমতা ;
(খ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু ;
(গ) দুরারোগ্য চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা ;
(ঘ) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকার ;
(ঙ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ ;
(চ) চিকিৎসা ব্যয় ;
(ছ) শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিসরূপ আর্থিক প্রণোদনা ;
(জ) অংশগ্রহণমূলক যৌথবীমা ও ভবিষ্য তহবিল।

**বি:দ্র: মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ এবং চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।**

**১। শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলীঃ**

(ক) নাম ঃ- ..........................................................................................................
(খ) স্ত্রী / স্বামীর নাম ঃ- ...........................................................................................
(গ) পিতার নাম ঃ- ...................................................................................................
(ঘ) মাতার নাম ঃ- ...................................................................................................
(ঙ) জন্ম তারিখ ঃ- ...................................................................................................
(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ- ...............................................
(ছ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল-া ঃ- ........................................ডাকঘর ঃ-.................................................
থানা/উপজেলা ঃ- ..........................................................................জেলা ঃ- ...................................
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ- ............................................................................................

(জ) বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল-া ঃ-.................................................. ডাকঘর ঃ- ...................................
থানা/উপজেলা ঃ- ..........................................................................জেলা ঃ- ...................................
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ- ............................................................................................

**২। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী ঃ**

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ.................................................................

..........................................................................................................................

**বি:দ্র:** প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশি-ষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশি-ষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশি-ষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

**৩। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিককের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ**

বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল ঃ ..........................................................................................

..........................................................................................................................

**বি:দ্র:** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশি-ষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশি-ষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৪।   **স্থায়ীভাবে অক্ষম বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে ঃ**

(ক) আবেদনকারীর নাম ঃ- ..........................................................................................................

(খ) স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ-...........................................................................................................

(গ) পিতার নাম ঃ- ...................................................................................................................

(ঘ) মাতার নাম ঃ- ...................................................................................................................

(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপিসহ) ঃ- .............................................................

(চ) অক্ষম / মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ঃ- ...............................................................................

(ছ) ব্যাংকের নাম ও এ্যাকাউন্ট নম্বর ঃ- .............................................................................

(জ) আবেদনকারীর ঠিকানা ঃ গ্রাম বা মহল-া ঃ-...........................................ডাকঘরঃ- ...................................

থানা/উপজেলা ঃ-.......................................................................জেলা ঃ-...................................................

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ-..................................................................................................

**বিঃদ্রঃ** মৃত বা স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের যোগ্য উত্তরাধিকারী সম্পর্কে, ক্ষেত্রমত, সংশি-ষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকারী সনদ থাকিতে হইবে।

৫।   **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ- .................................... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ- ............................................................

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ- ...............................................................................................................

৬।   **সরকারী বা বেসরকারী কোন তহবিল বা উৎস হইতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ- ..........................................(খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ- ...................................................

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ- ...............................................................................................................

৭।   **অন্য কোনো তথ্য (যদি থাকে) ঃ** ..........................................................................................

..........................................................................................................................................

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোনো তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

## প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের জন্য সুপারিশ

(স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্রে বিশেষে ঠিকানা উলে-খ থাকিতে হইবে) ঃ

| | |
|---|---|
| স্বাক্ষর | স্বাক্ষর |

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি

**ফরম-'কক'**

**[বিধি ৪(৪)) দ্রষ্টব্য]**

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের, সন্তানদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ফরম

সহায়তা যাচনার কারণঃ (সংশি-ষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

(ক) সাধারণ শিক্ষা;
(খ) উচ্চ শিক্ষা (সরকারী মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারী কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়)।

১। **শ্রমিকের/ ব্যক্তিগত তথ্যাবলীঃ**
(ক) নাম ঃ- ..........................................................................................................
(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম ঃ- ..............................................................................................
(গ) পিতার নাম ঃ- ..................................................................................................
(ঘ) মাতার নাম ঃ- ...................................................................................................
(ঙ) জন্ম তারিখ ঃ- ...................................................................................................
(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ- ..................................
(ছ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল-া ঃ-....................................ডাকঘর ঃ- ..................................................
থানা/উপজেলা ঃ-..................................................জেলা ঃ-..................................................
(জ) বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল-া ঃ- .......................................ডাকঘর ঃ- .......................................
থানা/উপজেলা ঃ-................................... জেলা ঃ- .........................................................
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ- ...........................................................................................

২। **প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী** (প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা উলে-খসহ নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে)ঃ- ...........................................................................................
..........................................................................................................................

**বিঃ দ্রঃ** প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশি-ষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশি-ষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশি-ষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৩। **অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ**
বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল ঃ- ...........................................................................................

**বিঃ দ্রঃ** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশি-ষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশি-ষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৪। **শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য শ্রমিকের সন্তানের তথ্যবলী ঃ**
(ক) নাম ঃ -........................................................................................................
(খ) জন্ম তারিখ ঃ-..................................................................................................

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ- ..................................................................................................

(ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণি ঃ- ........................................................................................................

(ঙ) অর্জিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নম্বরপত্র ও সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ- ...........

**(চ)** টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর ঃ-...........................................................................................

(ছ) ব্যাংকের নাম ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর ঃ- ..........................................................................

**বিঃ দ্রঃ** শ্রমিকের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে (সরকারী মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারী কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়ন বা সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৫। **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখঃ- ................................(খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমান ঃ- ................................................

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ- ..............................................................................................................

৬। **সরকারী বা বেসরকারী কোন তহবিল বা উৎস হইতে একই কারণে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখঃ- .................................(খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ-...........................................

(গ) প্রাপ্তির কারণঃ- ...........................................................................................................

৭। **অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে) ঃ-** ..................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

| প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীর জন্য সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল উলে-খ থাকিতে হইবে) | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা উলে-খ থাকিতে হইবে) |
|---|---|
| স্বাক্ষর | স্বাক্ষর |

# মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে

# ২০১৩-২০১৪ সালের প্রতিবেদন

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ঃ ৫টি

প্রতিবেদনাধীন বৎসর ঃ ২০১৩-১৪ | প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ ঃ ৪-৮-২০১৪

## (১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্য পদ | বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ | মন্তব্য* |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| মন্ত্রণালয় | ১০২ | ৯২ | ১০ | | |
| অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা) | ১৮৬১ | ৯৫১ | ৯১০ | ৭২৯ | |
| **মোট** | **১৯৬৩** | **১০৪৩** | **৯২০** | **৭২৯** | |

*** অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।**

**১.২ শূন্য পদের বিন্যাস**

| অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | ২২৩ | ২৯৯ | ২২৪ | ১৭৪ | ৯২০ |

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা

১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

| প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| | |

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

**১.৬** নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ০২ | - | ০২ | ৬২ | ২৫ | ৮৭ | |

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

| ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট | সচিব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন | **৪৭** | **১২** | **৫** | |
| পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ | - | - | - | |

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

| ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) * | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট | সচিব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| **৭৪** | **১৩** | **২৬** | **৩৫** | |

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

**১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা**

**(২) অডিট আপত্তি**

**২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)**

**(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)**

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | - | - | - | - | - | - |
| ২। | শ্রম পরিদপ্তর | ২২ | ০.১৮৪৮৭০৩ | - | - | - | ২২ | ০.১৮৪৮৭০৩ |
| ৩। | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর | ২৭ | ০.৭৬৪৪০০০ | ০৩ | - | - | ২৭ | ০.৭৬৪৪০০০ |
| ৪। | শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল | ৬ | ০.০২৭৮০৯৮ | - | - | - | ৬ | ০.০২৭৮০৯৮ |
| ৫। | নিম্নতম মজুরী বোর্ড | ৩ | ০.০০১২৫৮২ | ০৩ | - | - | ৩ | ০.০০১২৫৮২ |
| | সর্বমোট | ৫৮ | ০.৯৭৮৩৩৮৩ | ০৬ | - | - | ৫৮ | ০.৯৭৮৩৩৮৩ |
| | | | | | | | | |

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকা

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

| প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৩-১৪) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | | | অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত | অব্যাহতি | অন্যান্য দন্ড | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১২ | | | | | ১২ |

## (৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

| সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১৪ | ০২ | - | ১৬ | - |

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ১৬৫ | ৫১৫৬ |

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে (২০১২-১৩) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ ১৪৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ২৮ দিন ব্যাপী ছুটি বিধিমালা; শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি, ১৯৮৫; সচিবালয় নিয়োগ বিধিমালা; অডিট আপত্তি; বেতন নির্ধারণ; পেনসন; ই-মেইল ও পেন ড্রাইভ ব্যবহার এবং শ্রম আইন, ২০০৬ এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্ দ্য জব ট্রেনিং (ওজেটি) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্ দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ ৪৭ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

| দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ২৩ | ১১৭৯ |

## (৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | কর্মকর্তা | কর্মচারি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৯৪ | আছে | আছে | নাই | ৫৩ | ৩৬ |

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

| | | ২০১৩-১৪ | | ২০১২-১৩ | | হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন |
| ১ | | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| রাজস্ব আয় | ট্যাক্স রেভিনিউ | ০.০০৬৪৮ | ০.০০৬৪৮ | ০.০০৬৪৮ | ০.০০৬৪৮ | ১০০% | ১০০% |
| | নন-ট্যাক্স রেভিনিউ | ৬.৩১০৪৬ | ২.৪৪২৭৭ | ১.০৩৬৯৬ | ১.২৯৩৫ | ৮৪.৩৩% | ১০৬.০৬% |
| উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে) | | | | | | | |
| লভ্যাংশ হিসাবে | | | | | | | |

## (৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা ঃ

(ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যুগোপযোগী করে সংশোধন করে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন), ২০১৩ প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) জাতীয় পেশাগত, স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা, ২০১৩ মন্ত্রীসভা বৈঠকে অনুমোদিত।

(গ) এনএসডিসি'র ৩য় সভায় ''ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রমোশন অব জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন টিভিইটি ইন বাংলাদেশ'' অনুমোদন।

(ঘ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল এ্যাক্ট/২০১৩ এর খসড়া ইসিএনএসডিসি কর্তৃক অনুমোদিত। এনএসডিসি'র অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

(ঙ) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কৌশলপত্র (স্ট্র্যাটেজি) ও এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি সম্পন্ন।

(চ) ‘‘কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সেক্টরে অর্থায়ন পদ্ধতি’’ এর খসড়া ও এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি সম্পন্ন।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

৯.২.১ শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সর্ম্পকের আইনগতভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে মহান জাতীয় সংসদে এ আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।

৯.২.২ বিশ্বায়নের যুগে দেশের শিল্পায়ন, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করণ ও বহিঃবাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং নভেম্বর, ২০১৩ সালে “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩” প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯.২.৩ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আওতায় ঘোষিত মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৩৬ (ছত্রিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ/ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭ (সাত)টি সেক্টরের কার্যক্রম চলমান।

৯.২.৪ ২০১০ সনে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী RMG সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৬৬২ টাকা হতে ৮২% বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরবর্তীতে পূণরায় ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৯.২.৫ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩য় পর্যায়ে জুলাই, ২০১৪ পর্যন্ত ৬৮৬৪/- লক্ষ (আটষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) শিশু শ্রমিককে ০২(দুই) বছরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৯ (নয়)টি ট্রেডে ০৬(ছয়) মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯.২.৬ উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে RMG সেক্টরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪টি এলাকায় (ঢাকা, বরগুনা, ঈশ্বরদি ও নীলফামারী) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার ১৪,৬০০ জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল এ ৪ বছর মেয়াদকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯.২.৭ তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। উন্নীত হওয়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর ১ম পর্যায়ে ২৩টি জেলায় ৯৯৩ জন জনবল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। পূর্বে এর জনবল ৩১৪ জন ছিল।

৯.২.৮ গার্মেন্টস কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকায় ২০টি এবং চট্টগ্রামে ০৩টি সর্বমোট ২৩টি পরিদর্শন টীম গঠন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৩,৪৯৮টি গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং আইন অমান্য করায় শ্রম আদালতে ৩০৫টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

৯.২.৯ গার্মেন্টস সেক্টরে এলাকা ভিত্তিক গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা, মোট শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানসহ কি করণীয় তা নির্ধারণের লক্ষ্যে দেশের খ্যাতিমান সংস্থা BIDS এর মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকারী অর্থায়নে একটি স্টাডি করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে BIDS তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৯.২.১০ ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যাগে তৈরী পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২৫-০৭-২০১৩ তারিখে National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrety in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে সকল সক্রিয় কারখানা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কাজ করছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৫টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে-

(ক) কারখানার ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা যাচাই;
(খ) পরিদর্শন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
(গ) পোশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
(ঘ) পঙ্গু ও আহতদের পুনর্বাসন;
(ঙ) বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন।

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাজ্য, কানাডা ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.২.১১ ILO এর সহায়তায় অক্টোবর ২০১৩ তারিখ থেকে তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং তৈরী পোশাক শিল্পের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিককে কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯.২.১২ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫নং আইন) সংশোধন পূর্বক গত ১৭-০২-২০১৩ তারিখ 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩' বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর স্থিতি ছিল প্রায় ৮ কোটি টাকা। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকা হয়েছে।

৯.২.১৩ নির্মাণ ও মটরযান মেরামত সেক্টরে বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ কাজ করে। এসব শ্রমজীবী মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় বর্ণিত দু'টি সেক্টরের প্রায় ১৬৫০ জন শ্রমিকের জন্য ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী দু'টি গোষ্ঠি বীমা স্কিম চালু করা হয়েছে। এ গোষ্ঠি বীমা স্কিম শ্রমিকরে প্রিমিয়ামের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্তেশেনের তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৯.২.১৪ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে ৩০/০৩/২০১৪ তারিখে RMG সেক্টরের পরিদর্শনকৃত ৩,৪৯৮টি কারখানার তথ্যাদি সন্নিবেশ করে একটি ডাটা বেইজ প্রকাশ করা হয়েছে।

৯.২.১৫ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের ৩য় সভায় ''এ্যাকশন প্ল্যান'' **এবং** ''ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রমোশন অব জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন টিভিইটি ইন বাংলাদেশ'' অনুমোদন করা হয়েছে।

৯.৩ ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃষ্টি, শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি)

(ক) পদ সৃষ্টি ৬১০টি।

(খ) শুন্য পদ ৮৯টি।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

(ক) দক্ষ জনশক্তি সৃজন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শান্তিপূর্ণ শ্রম-সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে আধাদক্ষ ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য সৌহার্দপূর্ণ শ্রমবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা ও শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা।

(খ) অকৃষি খাতে কর্মরত শ্রমিকগণসহ সকল শ্রমিকের কল্যাণ সাধন; শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরপত্তা বিধান; ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ, শ্রম আদালত ও নিম্নতম মজুরী বোর্ড বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ; আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সঙ্গে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ বিষয়ক বিধি বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ; ব্যক্তিমালিকাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরী বোর্ড গঠন; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

১০.১ ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহঃ প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ।

# মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে ২০১৪-২০১৫ সালের প্রতিবেদন

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ঃ ৫টি
প্রতিবেদনাধীন বৎসর ঃ ২০১৪-২০১৫ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ ঃ ০৯-০৮-২০১৫ ।

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূণ্য পদ | **বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ** | **মন্তব্য*** |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| **মন্ত্রণালয়** | **১৫৭** | ৮৭ | ৭০ | ৩৬ | |
| অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা) | **১,৮৬১** | ১,০৬৯ | ৭৯২ | ৬৮৯ | |
| **মোট** | **২,০১৮** | ১,১৫৬ | ৮৬২ | **৭২৫** | |

*** অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।**

১.২ শূন্য পদের বিন্যাস

| **অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ** | **জেলা কর্মকর্তার পদ** | **অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ** | **২য় শ্রেণির পদ** | **৩য় শ্রেণির পদ** | **৪র্থ শ্রেণির পদ** | **মোট** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | ২৩০ | ১৮৫ | ২৪৭ | ২০০ | ৮৬২ |

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা ঃ সমস্যা নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য ঃ প্রযোজ্য নয়।

| **প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা** | **প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা** |
|---|---|
| ১ | ২ |
| | |

*** কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।**

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| **প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি** | | | **নতুন নিয়োগ প্রদান** | | | **মন্তব্য** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **কর্মকর্তা** | **কর্মচারি** | **মোট** | **কর্মকর্তা** | **কর্মচারি** | **মোট** | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৫৫ | ৩৪ | ৮৯ | ১৮২ | ২৪ | ২০৬ | |

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

| ভ্রমন/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট | সচিব | **মন্তব্য** |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| **উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন** | - | - | - | |
| **পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ** | - | - | - | |

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

| ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) * | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট | সচিব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৭২ | - | ১২ | ১৮ | |

*** কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।**

**১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ ৩০**

**(২) অডিট আপত্তি**

**২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)**

**(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)**

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ০৭ | ২.৭৭ | ০৭ | - | - | - | ২.৭৭ |
| ২। | শ্রম পরিদপ্তর | ২১ | ০.৮৭৫ | ২১ | ১৩ | ০.৮২২৯ | ৮ | ০.০৫ |
| ৩। | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর | ৪০ | ৩.০২ | ২৮ | ১৩ | .০২৬১ | ২৭ | ২.৯৯৩৯ |
| ৪। | শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল | ৮ | ০.০২৭৮০৯৮ | - | - | - | ৬ | ০.০২৭৮০৯৮ |
| ৫। | নিম্নতম মজুরী বোর্ড | ১ | ০.০০১২৫৮২ | ০৩ | - | - | ৩ | ০.০০১২৫৮২ |
| ৬। | এনএসডিসি | - | - | - | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ৭৭ | ৬.৬৯৪০৬৮ | ৫৯ | ২৬ | ৪৪.৮৪৯ | ৪৪ | ৫.৮৪২৯৬৮ |
| | | | | | | | | |

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

| প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৪-২০১৫) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | | | অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত | অব্যাহতি | অন্যান্য দন্ড | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ০৩ | | | | | ০৩ |

## (৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

| সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| - | - | - | - | ০৩ |

## (৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

### ৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ৮২ | ৪৭৪ |

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে (২০১৪-২০১৫) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ মন্ত্রণালয়ের উদ্যেগে ১০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৩৫ দিন ব্যাপী ছুটি বিধিমালা; শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি, ১৯৮৫; সচিবালয় নিয়োগ বিধিমালা; ট্রেড ইউনিয়ন, অডিট আপত্তি; বেতন নির্ধারণ; পেনসন; ই-মেইল ও পেন ড্রাইভ ব্যবহার এবং শ্রম আইন, ২০০৬ এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৪৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। শ্রম পরিদপ্তরের উদ্যোগে ৮৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা ঃ প্রযোজ্য নয়।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্ দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্ দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না ঃ প্রযোজ্য নয়।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ ৪৩ জন।

## (৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

| দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ২৪০ | ৭,১৮০ |

## (৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **কর্মকর্তা** | **কর্মচারি** |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ২৯৯ | আছে | আছে | নাই | ১২২ | ১৪০ |

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

| | | ২০১৪-১৫ | | ২০১৩-১৪ | | হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন |
| ১ | | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| রাজস্ব আয় | ট্যাক্স রেভিনিউ | - | - | - | - | - | - |
| | নন-ট্যাক্স রেভিনিউ | ৭.৮৭ | ৪.৪৪ | ৬.৩১ | ২.৪৪ | ১.৫৬ | ৪৫% |
| উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে) | | | | | | | |
| লভ্যাংশ হিসাবে | | | | | | | |

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট ঃ প্রযোজ্য নয়।

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা ঃ হয়নি।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

১. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে ৫৫টি পদ সৃজন করে মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল কাঠামো ১০২ জন হতে বৃদ্ধি করে ১৫৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৭টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

৩. ১২ই জুন, ২০১৫ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন।

৪. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে Country Level Engagement and Assistance to Reduce (CLEAR) Child Labour Project শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর।

৫. জুন, ২০১৫ সালে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মোট সংখ্যা ঃ ২২,৪৫০টি।

৬. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে শ্রম আইন ভঙ্গের কারণে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ঃ ৯৫২০টি।

৭. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ঃ ৬,৬৯২টি।

৮. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ঃ ৪০,১৬০০০/- (চল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার) টাকা।

৯. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কারখানা রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায়ের পরিমাণঃ ১,৯৬,৩৮,০০০/- (এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা।

৯.৩ ২০১৪-১৫ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃষ্টি, শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি)ঃ প্রযোজ্য নয়।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্তঃ

**১০.১** ২০১৪-১৫ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ

**১০.২** উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহঃ প্রযোজ্য নয়।

**১০.৩** মন্ত্রণালয়ের আবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম একটি মেন্ডেট হচ্ছে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। যা ২৬টি টিটিসি এর মাধ্যমে ১৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের বেকার জনগনকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হতো। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের ২৬টি টিটিসি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ব্যবহার করছে। এ মন্ত্রণালয় বর্তমানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না। তাই ২৬ টি টিটিসি এ মন্ত্রণালয়ে আনয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

# মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে ২০১৫-২০১৬ সালের প্রতিবেদন

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ঃ ৫টি
প্রতিবেদনাধীন বৎসর ঃ ২০১৫-১৬ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ ঃ ২১-৭-২০১৬

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্য পদ | বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ | মন্তব্য* |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| মন্ত্রণালয় | ১৫৭ | ১১২ | ৪৫ | ৪০ | |
| অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা) | ১৮৬১ | ১০২৬ | ৮৩৫ | ৬৮৫ | |
| **মোট** | **২০১৮** | **১১৩৮** | **৮৮০** | **৭২৫** | |

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্য পদের বিন্যাস

| অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | ২২৫ | ২১৪ | ২৪১ | ২০০ | ৮৮০ |

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ শূন্য নেই।

১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ সমস্যা নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্যঃ প্রযোজ্য নয়।

| প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| | |

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৯ | ৭ |
| ২৫ | ২০ | ৪৫ | ২২ | ২৩ | ৪৫ | |

১.৭ ভ্রম ণ/পরিদর্শন (দেশে)

| ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট | সচিব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন | - | ১৯ | ১২ | |
| পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ | - | - | - | |

১.৮ ভ্রম ণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

| ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) * | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট | সচিব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১২২ | - | ৭৯ | ৪৩ | প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বিদেশ সফরের মোট দিনের মধ্যে ২৩ দিন পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য ভ্রমণ করা হয়েছে। |

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

*(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)*

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ১২ | ১.৪৬৫৮ | ৬ | ৬ | ১.৪০৬৬ | ৬ | .০৫৯২ |
| ২। | শ্রম পরিদপ্তর | ৯ | .০৮৮২ | ৯ | - | - | ৯ | .০৮৮২ |
| ৩। | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর | ২৪ | ২.৯৯৯২ | ১২ | - | - | ২৪ | ২.৯৯৯২ |
| ৪। | শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল | ১৩ | .০৫১৮ | ৬ | - | - | ১৩ | ০.০৫১৮ |
| ৫। | নিম্নতম মজুরী বোর্ড | ৩ | ০.০০১২ | ৩ | ৩ | ০.০০১২ | - | - |
| | সর্বমোট | ৬১ | ৪.৬০৬২ | ৩৬ | ৯ | ১.৪০৭৮ | ৫২ | ৩.১৯৮৪ |
| | | | | | | | | |

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

| প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৫-১৬ )মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | | | অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত | অব্যাহতি | অন্যান্য দন্ড | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ২১ | - | ৩ | ১ | ৪ | ১৭ |

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬পর্যন্ত)

| সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | ১৫ | - | ১৫ | - |

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ২৪৬ | ৩১৭ |

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ ছাড়া শ্রম পরিদপ্তরের ৪ টি শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২৪৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১০১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৫-১৬) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন যুগোপযোগী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে ১ম শ্রেণীর ২৪ জন, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ৪৬ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৩২ জন মোট ১০২ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া শ্রম পরিদপ্তর ৭টি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ৩৮৩ জন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর ২০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৭৬ জন এবং এনএসডিসি সচিবালয় ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৫ জন সর্বমোট ৭০৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচা রিদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় অনেক সময় প্রশিক্ষণ ব্যাহত হয়।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্ দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্ দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি নাঃ হ্যাঁ। তবে কারিগরী ও আর্থিক সমস্যা রয়েছে।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ ১২৬ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

| দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ১১৬ | ৪০৩৯ |

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | কর্মকর্তা | কর্মচারি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৩৬৫ | আছে | আছে | নেই | ৯০ | ১২৪ |

(৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৮.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা ঃ

(ক) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

৮.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

(ক) প্রতি বছরের ন্যায় ১ মে, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান মে দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

(খ) মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর,পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে সম্পাদিত গুরুত্বর্পূণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিয়ে ৭ বছরের (২০০৯-২০২৫) সাফল্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

(গ) মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদে ২৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ১২ জুন ২০১৬ তারিখে জাতীয়ভাবে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

(ঙ) বিড়ি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরী পূণঃনির্ধারণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া হোসিয়ারি শিল্প, বাংলাদেশ স্থলবন্দর শিল্প, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প এবং সোপ এন্ড কসমেটিকস শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের নতুন মজুরী কাঠামো নির্ধারনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) টিভিইটি ইন্সষ্টিটিউশন সেন্সার ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ছ) সাভার, ঈশ্বরদী ও কর্ণফুলী ইপিজেড এ ৩টি ডরমিটরি-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

(জ) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নতুন মজুরী কাঠামো নির্ধারণের জন্য মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

**(ঝ)** জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২৮ এপ্রিল/ ২০১৬ প্রথমবারের মত জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে।

**(ঞ)** কর্মরত চা শ্রকিদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মজুরি প্রদানের সিদ্ধান্ত ০১-১০-২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

**(ট)** RMG সেক্টরে সামাজিক মত বিনিময় ও শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প চালুকরণে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউইর্য়কে বাংলাদেশ, সুইডেন ও আইএলও এর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৮.৩ ২০১৫-১৬ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সংকটের আশংকা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সংকট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণঃ পদ সৃষ্টি, শূণ্যপদ পূরণ ইত্যাদি): বড় রকমের সমস্যা নেই।

(৯) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্তঃ

৯.১ ২০১৫-১৬ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ

৯.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহঃ প্রযোজ্য নয়।

৯.৩ মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশঃ

(ক) মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;

(খ) মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি;

(গ) মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখার মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি;

(ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন;

(ঙ) মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন এবং সম্পাদিত কাজের স্বীকৃতি প্রদান;

(চ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

(ছ) শিল্পসম্পর্ক উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরী এবং শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

(ঝ) শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিতকরণ;

(ঞ) Team Work Bulding এর ওপর গুরুত্বারোপ করে কার্যক্রম গ্রহণ;

(ট) APA এবং NIS বাস্তবায়ন জোরদারকরণ; এবং

(ঠ) রূপকল্প-২০২১ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নতদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়াই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য।

# APA Performance Evaluation Report- 2014-2015

# APA Performance Evaluation Report- 2014-2015

| Strategic Objective | Weight | **Activities** | **Performance** | **Unit** | Weight | Target/Criteria Value | | | | | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor | |
| | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | |
| (1) To Improve Working Environment and Welfare of Workers Employed in Factories and Establishments | 40.00 | Trade Unions registration | Trade Union registered | Number | 5.00 | 370 | 365 | 360 | 358 | 355 | 298 |
| | | Conducting Trade Unions election | Trade Union election conducted | Number | 5.00 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| | | Settlement of labour disputes through arbitration | Disputes settled | Number | 4.00 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 114 |
| | | Providing training to the representatives of workers and owners on labour laws, industrial relations and labour welfare | Person trained | Number | 6.00 | 7000 | 6900 | 6800 | 6700 | 660 | 7180 |
| | | Disposal of cases relating to labour disputes through labour courts | Cases disposed | Number | 4.00 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 6273 |
| | | Prevention and settlement of labour unrest through inspecting enterprises | complain redressed through inspection | % | 4.00 | 80 | 77 | 75 | 74 | 70 | 57 |
| | | Providing free primary healthcare services, family planning counseling and services and recreational facilities to workers | Workers and their families provided healthcare services | Number | 4.00 | 42000 | 41000 | 40000 | 39500 | 39000 | 42014 |
| | | | Workers and their families provided family planning services | Number | 4.00 | 19000 | 18000 | 17000 | 16500 | 15000 | 20408 |
| | | | Workers and their family members provided recreational facilities | Number | 4.00 | 115200 | 115000 | 114500 | 114000 | 113000 | 115500 |

# APA Performance Evaluation Report- 2014-2015

| Strategic Objective | Weight | **Activities** | **Performance** | **Unit** | Weight | Target/Criteria Value | | | | | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor | |
| | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | |
| (2) To Enhance Growth in Employment Facilitated Through a Skilled Labour Force | 10.00 | Developing a skilled labour force, providing job-oriented training and formulating various learning programmes | Participants participated in training and workshop | Number | 4.00 | 3300 | 3200 | 3150 | 3055 | 2920 | 3324 |
| | | Providing in-house training | Hours provided training | Number | 3.00 | 274 | 270 | 265 | 260 | 255 | 315 |
| | | | Participants | Number | 3.00 | 392 | 390 | 381 | 370 | 365 | 405 |
| (3) To Improve Labour Related Compliance | 30.00 | Ensuring occupational health, safety and welfare of workers in the private sector | Compliance factories and establishments | Number | 6.00 | 6960 | 6264 | 5568 | 4872 | 4176 | 6985 |
| | | Conducting inspections and motivational activities | Factories and establishments inspected | Number | 6.00 | 19000 | 18387 | 18000 | 17500 | 17000 | 22450 |
| | | Filing cases against law breaking people in labour related issues | Cases filed | Number | 5.00 | 1490 | 1341 | 1192 | 1043 | 894 | 1940 |
| | | Conducting special drives to reduce fire and other accidents, building safety and fire safety specially in garments factories | Special drives conducted | Number | 6.00 | 3469 | 3122 | 2775 | 2428 | 2081 | 2943 |
| | | Registration & Renewal of Factories & Establishments | Registration issued | Number | 4.00 | 2020 | 1908 | 1800 | 1750 | 1650 | 3258 |
| | | | Renewal issued | Number | 3.00 | 8052 | 7787 | 7522 | 6856 | 6591 | 8305 |
| (4) To Ensure Minimum Wages for the Workers | 5.00 | Determination and implementation of minimum wages for the workers of private industrial sectors | industrial sectors determined the minimum wages | Number | 5.00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| * Improve Service delivery to the Public | 6.00 | Implementation of Citizens' Charter (CC) | Preparation and approval of CC by the Ministry/Division | Date | 1.0 | 31/12/2014 | 31/01/2015 | 28/02/2015 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 30/12/2014 |
| | | | Publication of CC in Website or other means | Date | 1.0 | 31/12/2014 | 31/01/2015 | 28/02/2015 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 31/12/2014 |

*Mandatory Objective(s)

# APA Performance Evaluation Report- 2014-2015

| Strategic Objective | Weight | **Activities** | **Performance** | **Unit** | Weight | Target/Criteria Value | | | | | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor | |
| | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | |
| | | Implementation of Grievance Redress System(GRS) system | Publishing names and contact details of GRS focal point in the website | Date | 1.0 | 31/12/2014 | 31/01/2015 | 28/02/2015 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 30/12/2014 |
| | | | Sending GRS report(s) to the Cabinet Division from January 2015 | Number of report(s) | 1.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | | Implementing innovations | implemented decisions of the innovation team | % | 1.0 | 100 | 80 | 50 | 30 | 25 | 100 |
| | | | Unicode used in all official activities | Date | 1.0 | 31/12/2014 | 31/01/2015 | 28/02/2015 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 31/12/2014 |
| *Improve governance | 4.00 | Compilance with RTI Act and proactive disclosure | Percentage of information mentioned in the RTI Act and related regulations, disclosed in the website | % | 2.0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 85 |
| | | Preparation and implementation of the National Integrity Strategy Work Plan | Preparation of NIS Work Plan for 2015 and get approved by the Ethics committee | Date | 2.0 | 15/03/2015 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 31/05/2015 | 30/06/2015 | 15/03/2015 |
| *Improve Financial Management | 3.00 | Improve compliance with the Terms of Reference of the Budget Management Committee (BMC) | Budget Implementation Plan(BIP) prepared and Quarterly Budget Implementation Report (QIMR) submitted to Finance Division(FD) meeting FD requirements | Number of report | 1.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| | | | Actual achievements against performacnce targets are monitored by the BMC on a quarterly basis | Number of BMC meetings | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | | Improve audit performance | Percentage of outstanding audit objections disposed off during the year | % | 1.0 | 70 | 55 | 40 | 30 | 20 | 37 |

*Mandatory Objective(s)

# APA Performance Evaluation Report- 2014-2015

| Strategic Objective | Weight | **Activities** | **Performance** | **Unit** | Weight | Target/Criteria Value | | | | | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor | |
| | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | |
| * Efficient Functioning of the Annual Performance Agreement (APA) System | 2.00 | Timely submission of Draft APA to 2014-2015 | On-time submission | Date | 2.0 | 01/02/2015 | 02/02/2015 | 03/02/2015 | 04/02/2015 | 05/02/2015 | 01/02/2015 |

*Mandatory Objective(s)

**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা** — **পরিশিষ্ট-গ**

**সময়ঃ জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬** — **মন্ত্রণালয়ের নামঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।**

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ সিট**

**১. সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা**

| কার্যক্রম | দায়িত্ব | সময়সীমা | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু-জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটি গঠন | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | - | ০ | ১টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ১টি | ১টি | ১টি | -- | | ১০-০৩-২০১৫ তারিখে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে |
| | | | | | | অর্জন | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | | |
| ১.২ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠন | দপ্তর/সংস্থা প্রধান | - | ০ | ৪টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ৪টি | ৪টি | ৪টি | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | | |
| ১.৩ নৈতিকতা কমিটির সভা | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধান | ত্রৈমাসিক | ১টি | ৬টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ১টি | ১টি | ২টি | ২টি | | |
| | | | | | | অর্জন | | | | ২টি | | |
| ১.৪ শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে আলোচনা | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধান | মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা | ২০১৪ | ১৮টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ৩টি | ৩টি | ৬টি | ৪টি | | |
| | | | | | | অর্জন | | | | ২টি | | |
| ১.৫ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটিতে প্রতিবেদন দাখিল | দপ্তর/সংস্থা প্রধান | ত্রৈমাসিক | ১টি | ৬টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ১টি | ১টি | ২টি | ২টি | | |
| | | | | | | অর্জন | | | | ২টি | | |

## ২. সচেতনতা বৃদ্ধি

| কার্যক্রম | দায়িত্ব | সময়সীমা | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু-জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| ২.১. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান | দপ্তর/সংস্থা প্রধান | জুন, ২০১৬ | ২০ জন | ৫০ জন | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ২০ জন | ১০ জন | ১০ জন | ১০ জন | | |
| | | | | | | অর্জন | ২০ জন | ১০ জন | ১০ জন | ৫৪টি (অর্জিত) | | |
| ২.২ ট্রেনিং কোর্স ক্যারিকুলামে 'শুদ্ধাচার' অন্তর্ভুক্তকরণ | দপ্তর/সংস্থা প্রধান | জুন, ২০১৬ | | ১টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ১টি | ১টি | ১টি | ১টি | | |
| | | | | | | অর্জন | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | ১টি (অর্জিত) | | |

## ৩.আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার

| কার্যক্রম | দায়িত্ব | সময়সীমা | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/ অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু- জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫- সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫- ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬- মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬- জুন/১৬ | |
| ৩.১ বাংলাদেশ শ্রম আইনের অধীন বিধিমালা প্রণয়ন | শ্রম অনুবিভাগ | সেপ্টেম্বর ২০১৫ | ২০১৪ | (১০০%) | শতকরা হার | পরিকল্পনা | - | ১০০% | - | -- | | শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। |
| | | | | | | অর্জন | - | অর্জিত | - | অর্জিত | | |
| ৩.২ গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ | উপসচিব (শ্রম ও আইন) | জানুয়ারী ২০১৬ | ২০১৪ | (১০০%) | শতকরা হার | পরিকল্পনা | (৫০%) | (৭৫%) | (৮০%) | ১০০% | | গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ চুড়ান্ত করা হয় এবং ০৪-০১-২০১৬ তারিখে গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। |
| | | | | | | অর্জন | (৫০%) | (৭৫%) | (৮০%) | অর্জিত | | |
| ৩.৩ এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান। | এনএসডিসি | জুন, ২০১৬ | ২০১৪ | (১০০% ) | শতকরা হার | পরিকল্পনা | ২৫% | ২০% | ২৫% | ১০% | | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় এনএসডিসি সচিবালয় গঠন করা হয়েছে। গঠিত সচিবালয় কর্তৃক বিভাগীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন |
| | | | | | | অর্জন | ২৫% | ২০% | ২৫% | ১০% | | |

## ৪. পুরস্কার প্রদান

| কার্যক্রম | দায়িত্ব | সময়সীমা | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু-জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| ৪.১ উত্তম চর্চার জন্য শুদ্ধাচার পদক প্রদান (মন্ত্রণালয়) | প্রশাসন অনুবিভাগ | জুন/২০১৬ | | ২টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | - | জুলাই, ২০১৬ মাসে মূল্যায়ন করা হবে। | জুলাই, ২০১৬ মাসে মূল্যায়ন করা হবে। | জুলাই, ২০১৬ মাসে মূল্যায়ন করা হবে। | | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়ন সাপেক্ষে |
| | | | | | | অর্জন | - | - | - | - | | |
| ৪.২ উত্তম চর্চার জন্য শুদ্ধাচার পদক প্রদান (দপ্তর/সংস্থা) | প্রশাসন অনুবিভাগ | জুন/২০১৬ | | ৪টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | - | জুলাই, ২০১৬ মাসে মূল্যায়ন করা হবে। | জুলাই, ২০১৬ মাসে মূল্যায়ন করা হবে। | জুলাই, ২০১৬ মাসে মূল্যায়ন করা হবে। | | |
| | | | | | | অর্জন | - | - | - | - | | |
| ৪.৩ মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর প্রধানগণ | জুন/২০১৬ | | ৫০ জন | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ৫০% | ৭৫% | ১০০% | - | | |
| | | | | | | অর্জন | ৫০% | ৭৫% | অর্জিত | অর্জিত | | |

## ৫. সেবার মান উন্নীতকরণ

| কার্যক্রম | দায়িত্ব | সময়সীমা | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু-জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| ৫.১ পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে দপ্তরসমূহের সাথে মন্ত্রণালয়ের সভা আয়োজন | মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর প্রধানগণ | জুন/২০১৬ | - | ১২টি | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ৬টি সভা | ৩টি সভা | ৩টি সভা | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | | |
| ৫.২ শ্রম পরিদপ্তর-কে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ | মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর প্রধানগণ | জুন/২০১৬ | | অধিদপ্তরে উন্নীত করণ | শতকরা হার | পরিকল্পনা | জুন ২০১৬ | ২৫% | ৫০% | ১০% | | শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করণের বিষয়ে |

| কার্যক্রম | দায়িত্ব | সময়সীমা | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু-জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬ -মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| | | | | | | অর্জন | ১০% | ২৫% | ৫০% | ১০% | | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি দিয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। |
| ৫.৩ পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার প্রবর্তন | প্রশাসন অনুবিভাগ | সেপ্টেম্বর, ২০১৫ | | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | (৫০%) | (৭৫%) | (১০০%) | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | (৫০%) | (৭৫%) | অর্জিত | অর্জিত | | |
| ৫.৪ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরের ওয়েব-সাইট হালনাগাদকরণ ও ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান | প্রশাসন অনুবিভাগ ও দপ্তর প্রধানগণ | প্রতিদিন | | ১ম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত (১০০%) | শতকরা হার | পরিকল্পনা | (১০০%) | (১০০%) | (১০০%) | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | | |
| ৫.৫ এনএসডিসি এর স্ট্যাটাস নির্ধারণ | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এন এসডিসি | জুন, ২০১৬ | | স্ট্যাটাস নির্ধারণ (১০০%) | শতকরা হার | পরিকল্পনা | (৪০%) | (২০%) | (২০%) | (১০%) | | |
| | | | | | | অর্জন | (৪০%) | (২০%) | (২০%) | (১০%) | | |
| ৫.৬ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | প্রশাসন অনুবিভাগ এবং দপ্তর প্রধানগণ | জুন, ২০১৬ | | ৪৩৬ জন | সংখ্যা | পরিকল্পনা | ১০৯ | ১৪৮ | ২৯৬ | চলমান প্রক্রিয়া | | |
| | | | | | | অর্জন | ১০৯ | ১৪৯ জন | ২৯৮ জন | ১০৯ জন অর্জিত | | |
| ৫.৭ দপরপত্র/কোটেশন/ নোটিশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ | প্রশাসন অনুবিভাগ ও দপ্তর প্রধানগণ | মাসিক | | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | (১০০%) | ১০০% | ১০০% | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | |
| ৫.৮ ভিডিও কনফারেন্স সুবিধা প্রবর্তন | প্রশাসন অনুবিভাগ ও দপ্তর প্রধানগণ | জুন, ২০১৬ | - | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | ৫০% | ২৫% | ২৫% | --- | | ভিডিও মেশিন স্থাপিত হয়েছে। |

| কার্যক্রম | দায়িত্ব | সময়সীমা | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু-জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬ -মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| | | | | | | অর্জন | ৫০% | ২৫% | ২৫% | অর্জিত | | |

## ৬. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

| কার্যক্রম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট | সময় | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | পরিকল্পনা/ অর্জন | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিত্তি রেখা | লক্ষ্যমাত্রা | একক | | জানু-জুন/১৫ | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| ৬.১ দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিস্পত্তি | মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | জুন, ২০১৬ | - | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | ৫০% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | | জানুয়ারি ১৬ থেকে মার্চ ১৬ পর্যন্ত ৬০৬টি অভিযোগ পাওয়া যায় তম্মধ্যে ১৫১টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। |
| | | | | | | অর্জন | ৫০% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | | |
| ৬.২ অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ। | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | প্রতিমাসে | | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | | |

## **৭. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম**

| কার্যক্রম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট | সময় | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | **পরিকল্পনা/অর্জন** | **অগ্রগতি পরিবীক্ষণ** | | | | | **মন্তব্য** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ভিত্তি রেখা** | **লক্ষ্যমাত্রা** | **একক** | | **জানু-জুন/১৫** | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| ৭.১ মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তক আকারে মুদ্রণ ও ওয়েব-সাইটে প্রকাশ। | প্রশাসন অনুবিভাগ | **জুন, ২০১৬** | **২০১২-২০১৩** | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | ৫০% | ১০% | ৩০% | ৫% | | |
| | | | | | | অর্জন | ৫০% | ১০% | ৩০% | ৫% | | |
| ৭.২ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ। | ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা | **জুন, ২০১৬** | - | **১টি** | **সময়** | পরিকল্পনা | কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন | কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন | কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন | **১টি** | | |
| | | | | | | অর্জন | -- | - | - | **১টি (অর্জিত)** | | |
| ৭.৩ তথ্য অধিকার নির্দেশিকা ওয়েব-সাইটে প্রকাশ। | ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা | **জুন, ২০১৬** | | **১টি** | **সংখ্যা** | পরিকল্পনা | কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন | ৫০% | ৯৫% | **১টি** | | |
| | | | | | | অর্জন | | ৫০% | ৯৫% | ১০০% | | |
| ৭.৪ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ওয়েব-সাইটে প্রকাশ। | ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা | **সেপ্টেম্বর ২০১৬** | | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | ৫০% | ১০০% | ১০০% | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | ৫০% | অর্জিত | অর্জিত | অর্জিত | | |

### ৮. অভ্যন্তরীন মূল্যায়ণ ও বাজেট বরাদ্দ

| কার্যক্রম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট | সময় | জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা | | | **পরিকল্পনা/অর্জন** | **অগ্রগতি পরিবীক্ষণ** | | | | | **মন্তব্য** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ভিত্তি রেখা** | **লক্ষ্যমাত্রা** | **একক** | | **জানু-জুন/১৫** | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) | ২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫) | ৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬-জুন/১৬ | |
| ৮.১ শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন। | প্রশাসন অনুবিভাগ ও দপ্তর প্রধানগণ | নভেম্বর, ২০১৫ | - | **১টি** | **সংখ্যা** | পরিকল্পনা | - | - | ১০০% | -- | | |
| | | | | | | অর্জন | - | - | **১টি** | অর্জিত | | |
| ৮.২ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন | প্রশাসন অনুবিভাগ ও দপ্তর প্রধানগণ | জুন, ২০১৬ | - | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | - | ২৫% | ২৫% | ২৫% | | |
| | | | | | | অর্জন | | ২৫% | ৫০% | ১০০% | | |
| ৮.৩ ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ। | বাজেট অনুবিভাগ ও দপ্তর প্রধানগণ | জুন, ২০১৬ | - | **৬টি** | **সংখ্যা** | পরিকল্পনা | ২টি | **১টি** | **১টি** | | | |
| | | | | | | অর্জন | ২টি | **১টি** | **১টি** | | | |
| ৮.৪ অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ | প্রশাসন অনুবিভাগ ও দপ্তর প্রধানগণ | জুন, ২০১৬ | - | ১০০% | শতকরা হার | পরিকল্পনা | ৪২% | ২০% | ২২% | ১০% | | মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসমূহের মোট ৭৯ অডিট আপত্তির মধ্যে ডিসেম্বর/ ২০১৫ পর্যন্ত ৩৩টি নিস্পত্তি করা হয়েছে। (৪২%) |
| | | | | | | অর্জন | ৪২% | ২০% | ২২% | ১৫টি আপত্তির নিস্পত্তিমূলক জবাব দাখিল করা হয়েছে। | | |

# অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

| ক্রমিক নং | পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র | অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ | শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Manufacturing of aluminum products)। | (ক) এ্যালুমিনিয়াম পূনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নতুন এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা;<br>(খ) ধাঁরালো, ভারী ও ঘুর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;<br>(গ) দীর্ঘ সময় শব্দের মধ্যে কাজ করা;<br>(ঘ) সারাক্ষণ বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা;<br>(ঙ) গরম ও উত্তাপে কাজ করা; এবং<br>(চ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়ার মধ্যে কাজ করা। | (ক) নিউমোনিয়া;<br>(খ) কাশি;<br>(গ) রক্ত কাশি<br>(ঘ) আঙ্গুলে দাঁদ (এ্যাকজিমা);<br>(ঙ) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক ক্ষত;<br>(চ) আঙ্গুলে গ্যাংগ্রিন;<br>(ছ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া;<br>(জ) শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা; এবং<br>(ঝ) শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া। |
| ২। | অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (Automobile Workshop)। | (ক) সিনিয়র কারিগরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করা;<br>(খ) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;<br>(গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক পরিবেশে কাজ করা;<br>(ঘ) পাইপের সাহায্যে মুখ দিয়ে পেট্রোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া;<br>(ঙ) গ্রীজ, কেরোসিন, মবিল ব্যবহার করা; এবং<br>(চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গাড়ীর নিচে কাজ করা। | (ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত;<br>(খ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ;<br>(গ) হাতে গ্যাংগ্রিন;<br>(ঘ) শ্বাস নালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস);<br>(ঙ) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং<br>(চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)। |
| ৩। | ব্যাটারী রি-চার্জিং (Battery re-charging)। | ক্ষতিকর অক্সাইড, কার্বন ও বিদ্যুতের সংস্পর্শে কাজ করা। | (ক) ফুসফুসে পানিজমা;<br>(খ) কাশি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে সংক্রমণ;<br>(গ) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত;<br>(ঘ) হাতে গ্যাংগ্রিন ও এলার্জি;<br>(ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং<br>(চ) হাতে ক্ষত। |
| ৪। | বিড়ি ও সিগারেট তৈরী (Manufacturing of Biri and Cigarette)। | (ক) তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা;<br>(খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরী করা;<br>(গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা;<br>(ঘ) তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং<br>(ঙ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একনাগাড়ে ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহণ করা। | (ক) ফুসফুসের রোগ;<br>(খ) পাকস্থলিতে ঘা;<br>(গ) উচ্চ রক্তচাপ;<br>(ঘ) হৃদরোগ ও হৃদরোগ জনিত শারীরিক সমস্যা এবং<br>(ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত। |
| ৫। | ইট বা পাথর ভাঙ্গা (Brick or Stone breaking)। | (ক) কাজের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ইট ও পাথর গুড়া গ্রহণ করা;<br>(খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা;<br>(গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং<br>(ঘ) ভারী যন্ত্রপাতি উঠানো-নামানো। | (ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত;<br>(খ) হাত ও আঙ্গুল ছিলিয়া যাওয়া;<br>(গ) সর্দি কাশি ও ফুসফুসে প্রদাহ;<br>(ঘ) শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া; এবং<br>(ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া। |
| ৬। | ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিন (Engineering workshop including lathe-machine)। | (ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা;<br>(খ) গলানো লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরী করা;<br>(গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরী করা;<br>(ঘ) অতি দ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং<br>(ঙ) গরম ও জলন্ত ধাতব কণা ও ধুলাবালির সংস্পর্শে কাজ করা। | (ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;<br>(খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফুলিয়া যাওয়া;<br>(গ) পায়ের শিরা ফুলিয়া যাওয়া;<br>(ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা;<br>(ঙ) চোখের প্রদাহ;<br>(চ) চোখের পানি পড়া; এবং<br>(ছ) দৃষ্টি শক্তির সমস্যা। |
| ৭। | কাঁচ ও কাঁচের সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of glass & glass products)। | (ক) ভাংগা কাঁচের টুকরা পরিস্কার ও গুড়া করা;<br>(খ) কাঁচ গলানো ও বিভিন্ন কাঁচের দ্রব্য তৈরীর জন্য গলানো কাঁচ ছাঁচে ঢালা; এবং<br>(গ) তীব্র গরম ও উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে কাজ করা। | (ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত;<br>(খ) অসহ্য খুসখুসে কাশি;<br>(গ) ঘন আঠাযুক্ত কাশি;<br>(ঘ) রক্ত কাশি;<br>(ঙ) শ্বাসকষ্ট;<br>(চ) ক্ষুধামন্দা;<br>(ছ) জ্বর;<br>(জ) হাড়ে ব্যথা;<br>(ঝ) মাথা ব্যথা;<br>(ঞ) বমি বমি ভাব; এবং<br>(ট) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া। |
| ৮। | ম্যাচ তৈরী (Manufacturing of matches)। | (ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কার্বন, ফসফরাস), গ্লু ও কাঠের টুকরা লইয়া কাজ করা;<br>(খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে | (ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ;<br>(খ) আঙ্গুলে ঘা;<br>(গ) গিরায় ব্যাথা; |

| ক্রমিক নং | পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র | অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ | শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| | | কাজ করা; এবং<br>(গ) অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ সময় কাজ করা। | (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি, এবং<br>(ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ। |
| ৯। | প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of plastic or rubber products) | (ক) প্লাষ্টিক ও রাবার গলানো;<br>(খ) বিভিন্ন ধরণের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্যাদি ঢালা;<br>(গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলা গ্রহণ করা; এবং<br>(ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য নানা ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা। | (ক) শুষ্ক কাশি;<br>(খ) নিউমোনিয়া;<br>(গ) হাপাঁনি (এ্যাজমা);<br>(ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ;<br>(ঙ) যকৃতের দূরারোগ্য ব্যাধি; এবং<br>(চ) মূত্রাশয় ক্যানসার। |
| ১০। | লবন তৈরী (Salt refining)। | (ক) লবনে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং<br>(খ) লবন মাপা ও মোড়কজাত করা। | (ক) রক্তশূণ্যতা;<br>(খ) শরীর ফুলে যাওয়া;<br>(গ) চামড়ায় চুলকানি জনিত প্রদাহ,<br>(ঘ) এলার্জি;<br>(ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ;<br>(চ) হাতে-পায়ে ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ; এবং<br>(ছ) ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া। |
| ১১। | সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরী (Manufacturing of soap or detergent)। | (ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরী করা; এবং<br>(খ) সাবান তৈরী ও মোড়কজাত করা। | (ক) চুলকানি জনিত চামড়ার প্রদাহ;<br>(খ) হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত;<br>(গ) অসহ্য কাশি;<br>(ঘ) নিউমোনিয়া;<br>(ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং<br>(চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)। |
| ১২। | স্টীল ফার্নিচার বা গাড়ী বা মেটাল ফার্নিচার রং করা (Steel furniture or car or metal furniture painting)। | (ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা;<br>(খ) স্টীলের টুকরো পরিস্কার করা, স্টীল পলিশ করা ও রং লাগানো;<br>(গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সীসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়া গ্রহণ করা; এবং<br>(ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা। | (ক) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া;<br>(খ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া;<br>(গ) পেটে ব্যথা;<br>(ঘ) যকৃতের প্রদাহ;<br>(ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি;<br>(চ) হাঁপানি (এ্যাজমা);<br>(ছ) ফুসফুসের প্রদাহ;<br>(জ) হাতে ও পায়ে ক্ষত;<br>(ঝ) সীসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার; এবং<br>(ঞ) এলার্জি। |
| ১৩। | চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Tanning and dressing of leather.)। | (ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা;<br>(খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করিয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; এবং<br>(গ) অস্বাস্থ্যকর ও ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা। | (ক) এনথ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে বেদনাদায়ক ঘাঁ;<br>(খ) জ্বর;<br>(গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা;<br>(ঘ) চামড়ার প্রদাহ;<br>(ঙ) ফাঙ্গাস জনিত প্রদাহ;<br>(চ) আঙ্গুলের মাঝে ঘাঁ;<br>(ছ) ডায়রিয়া; এবং<br>(জ) ক্ষুধামান্দা ও বমি। |
| ১৪। | ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নার (Welding works or gas burner mechanic)। | (ক) লোহা কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা এবং গ্রীল, জানালা ও দরজা তৈরী করা;<br>(খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা;<br>(গ) আগুনের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা;<br>(ঘ) বিভিন্ন ধাতুর গুড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা;<br>(ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস দিয়া কাজ করা; এবং<br>(চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েল্ডিং এর কাজ করা। | (ক) চোখ নষ্ট হওয়া;<br>(খ) চোখে জ্বালাপোড়া;<br>(গ) চোখ লাল হওয়া;<br>(ঘ) চোখ চুলকানো;<br>(ঙ) চোখের প্রদাহ;<br>(চ) অন্ধত্ব;<br>(ছ) চামড়ায় জ্বালাপোড়া;<br>(জ) হাতে ও পায়ে keloid তৈরী;<br>(ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা;<br>(ঞ) নিউমোনিয়া;<br>(ট) শ্বাসকষ্ট;<br>(ঠ) হাতে ও পায়ে ঘা;<br>(ড) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইয়া পুড়িয়া যাওয়া;<br>(ঢ) দাহ্য পদার্থ দ্বারা দুর্ঘটনা;<br>(ণ) নিশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং<br>(ত) যান্ত্রিক আঘাত। |
| ১৫। | কাপড়ের রং ও বীচ করা (Dyeing or bleaching of | (ক) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি মোড়কজাত পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং | (ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা;<br>(খ) জ্বর; |

| ক্রমিক নং | পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র | অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ | শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| | textiles)। | (খ) কোন ধরণের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা। | (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; এবং<br>(ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ। |
| ১৬। | জাহাজ ভাঙ্গা (Ship breaking)। | (ক) ট্যাংকার হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা;<br>(খ) ব্যারেল ও কন্টেইনার হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা; এবং<br>(গ) স্টীলের শীট সংগ্রহ ও বহন করা। | (ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে জখম;<br>(খ) চোখ হইতে পানি পড়া;<br>(গ) পিঠে ব্যথা; এবং<br>(ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ। |
| ১৭। | চামড়ার জুতা তৈরী (Manufacturing of leather footwear)। | (ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরীর জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা;<br>(খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও রং ব্যবহার করা;<br>(গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাবারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং<br>(ঘ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা। | (ক) হাতে ও পায়ে ব্যাথাদায়ক ক্ষত;<br>(খ) জ্বর;<br>(গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা;<br>(ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ;<br>(ঙ) হাত ও পায়ের আঙ্গুলে ঘা;<br>(চ) ডায়রিয়া; এবং<br>(ছ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া। |
| ১৮। | ভলকানাইজিং (Vulcanizing)। | (ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা;<br>(খ) ভারী চাকা বহন করা;<br>(গ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং<br>(ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা। | (ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;<br>(খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত;<br>(গ) গিরায় ব্যথা;<br>(ঘ) বাত; এবং<br>(ঙ) হারনিয়া। |
| ১৯। | মেটাল কারখানা (Metal works)। | (ক) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা;<br>(খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং<br>(গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য ও মেটালের গুড়া গ্রহণ করা। | (ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত;<br>(খ) মাথা ব্যথা;<br>(গ) বমি বমি ভাব;<br>(ঘ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া;<br>(ঙ) চোখে চুলকানি;<br>(চ) চোখে পানি আসা; এবং<br>(ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া। |
| ২০। | জিআই শীট বা চুনাপাথর বা চক সামগ্রীর কাজ (Manufacturing of Gl sheet products or limestone or chalk products)। | (ক) প্রচন্ড তাপে কাজ করা;<br>(খ) উত্তপ্ত পদার্থ এবং জলন্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা;<br>(গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা;<br>(ঘ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ওজন ও বিক্রি করা;<br>(ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা;<br>(চ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা;<br>(ছ) প্লাস্টিক মন্ড ব্যবহার করা; এবং<br>(জ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির সুক্ষ্ম কণা গ্রহণ করা। | (ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা;<br>(খ) বমি হওয়া;<br>(গ) দৃষ্টিশক্তি লোপ;<br>(ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ;<br>(ঙ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;<br>(চ) শরীরের চামড়া পুড়িয়া যাওয়া;<br>(ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং<br>(জ) শ্বাস কষ্ট। |
| ২১। | স্পিরিট ও এলকোহলজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ (Rectifying or blending of spirit & alcohol)। | (ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা;<br>(খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং<br>(গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রং ব্যবহার করা। | (ক) মাথা ব্যথা;<br>(খ) বমি হওয়া; এবং<br>(গ) শ্বাসকষ্ট। |
| ২২। | জর্দা ও তামাক বা কুইবাম তৈরী (Manufacturing of jarda and quivam)। | (ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা;<br>(খ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা;<br>(গ) ধাঁরালো টিনের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা; এবং<br>(ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা। | (ক) মাথা ব্যথা;<br>(খ) বমি হওয়া;<br>(গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া;<br>(ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং<br>(ঙ) শ্বাস কষ্ট। |
| ২৩। | কীটনাশক তৈরী (Manufacturing of pesticides)। | (ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং<br>(খ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা। | (ক) মাথা ব্যথা;<br>(খ) বমি হওয়া;<br>(গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া;<br>(ঘ) হাত ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং<br>(ঙ) শ্বাস কষ্ট। |
| ২৪। | স্টীল ও মেটাল কারখানার কাজ (Iron and steel foundry or casting of iron and steel)। | (ক) লোহার গুড়া ও লোহার কণার সংস্পর্শে আসা;<br>(খ) উচ্চ শব্দ ও নোংরা পরিবেশে কাজ করা;<br>(গ) লেদ মেশিনে নাট ও বোল্ট তৈরীর কাজ করা;<br>(ঘ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মেটাল ও স্টীল কাটা এবং বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; এবং<br>(ঙ) ধুলাবালির মধ্যে কাজ করা। | (ক) মাথা ব্যথা<br>(খ) বমি হওয়া; এবং<br>(গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া। |
| ২৫। | আতশবাজী তৈরী (Fire works)। | (ক) উত্তপ্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা;<br>(খ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ধারালো ও উত্তপ্ত যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং | (ক) মাথা ব্যথা;<br>(খ) বমি হওয়া; এবং<br>(গ) শ্বাস কষ্ট। |

| ক্রমিক নং | পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র | অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ | শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| | | (গ) অত্যধিক গরমে কাজ করা। | |
| ২৬। | সোনার দ্রব্যাদি বা ইমিটেশন বা চুড়ী তৈরীর কারখানায় কাজ (Manufacturing of jewellery and imitation ornaments or bangles factory or goldsmith)। | (ক) রাসায়নিক দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের উত্তাপক গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা;<br>(খ) মেটাল দ্রব্যাদি কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা;<br>(গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করা;<br>(ঘ) কাঁচ, মেটাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার ও গুড়া করা;<br>(ঙ) রাসায়নিক প্লাস্টিক ও কাঁচ ব্যবহার করিয়া গলানো ও যুক্ত করিবার কাজ করা;<br>(চ) সরাসরি অগ্নিশিখা ও রাসায়নিক প্লাস্টিক ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা;<br>(ছ) অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি ও হাতের সর্বোচ্চ সমন্বয়ে কাজ করা;<br>(জ) বিপদজনক নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডের আগুন ব্যবহার করিয়া স্বর্ণ গলানো ও আকৃতি তৈরী করা; এবং<br>(ঝ) অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও স্বল্প আলোতে ছোট জায়গায় এবং আগুন নিয়ে কাজ করা। | (ক) মাথা ব্যথা;<br>(খ) বমি হওয়া;<br>(গ) শ্বাস কষ্ট;<br>(ঘ) দৃষ্টিশক্তির সমস্যা;<br>(ঙ) চোখ চুলকানো;<br>(চ) চোখে পানি পড়া;<br>(ছ) ক্ষুধামন্দা;<br>(জ) ওজন কমিয়া যাওয়া;<br>(ঝ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত;<br>(ঞ) চোখে জ্বালাপোড়া করা; এবং<br>(ট) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত। |
| ২৭। | ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার (Truck or tempo or bus helper)। | (ক) সরাসরি রৌদ্রের মাঝে ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার হিসেবে কাজ করা;<br>(খ) বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর ধোঁয়া সরাসরি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; এবং<br>(গ) অনিয়মিত খাবার গ্রহণ। | (ক) সড়ক দুর্ঘটনা ;<br>(খ) পাকস্থলিতে ঘা;<br>(গ) ক্ষুধামন্দা;<br>(ঘ) বমি বমি ভাব;<br>(ঙ) ওজন কমিয়া যাওয়া;<br>(চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য;<br>(ছ) মাথা ব্যাথা;<br>(জ) শ্রবনশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া;<br>(ঝ) মূত্রনালীতে সংক্রমণ; এবং<br>(ঞ) শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যঘাত। |
| ২৮। | স্টেইনলেস স্টীল সামগ্রী তৈরী (Stainless steel mill, cutlery)। | (ক) উচ্চ শব্দের মধ্যে ও শ্বাসরোধকর গতিবেগে কাজ করা; এবং<br>(খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত গরমে লোহার কণা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা । | (ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;<br>(খ) খুসখুসে কাশি;<br>(গ) ফুসফুসে প্রদাহ;<br>(ঘ) হাঁপানি;<br>(ঙ) শ্রবণশক্তি বাধাগ্রস্থ হওয়া;<br>(চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং<br>(ছ) হাত ও পায়ে ক্ষত। |
| ২৯। | ববিন ফ্যাক্টরীতে কাজ (Bobbin factory)। | (ক) কাঠ কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ ও রং করা;<br>(খ) কাঠের গুড়া ও ধুলাবালি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা;<br>(গ) খালি হাতে স্পিরিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা;<br>(ঘ) কাঠের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র বার্ণিস করা;<br>(ঙ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং<br>(চ) গাছের বৃহৎ কান্ড বা খন্ড বহন করা। | (ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;<br>(খ) আঘাত জনিত সংক্রমণ;<br>(গ) ঠান্ডাকাশি;<br>(ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ;<br>(ঙ) অ্যাজমা; এবং<br>(চ) নাকের ভিতরে ক্যান্সার। |
| ৩০। | তাঁতের কাজ (Weaving worker)। | (ক) তাঁত বোনা ও রং ব্যবহার করা;<br>(খ) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা;<br>(গ) দীর্ঘ সময় ধরে অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও অল্প আলোতে কাজ করা; এবং<br>(ঘ) তাঁতের ফ্রেম ব্যবহার করা। | (ক) চোখে ব্যথা;<br>(খ) চোখে অতিরিক্ত পানি পড়া;<br>(গ) দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত;<br>(ঘ) মাথা ব্যথা;<br>(ঙ) মাথা ঘোরা;<br>(চ) বাত;<br>(ছ) শ্বাসকষ্ট; এবং<br>(জ) স্নায়ুবিক সমস্যা। |
| ৩১। | ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ (Electric mechanic)। | (ক) ইলেকট্রিশিয়ানকে সকল ধরণের বৈদ্যুতিক কাজে সহায়তা করা;<br>(খ) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;<br>(গ) যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং<br>(ঘ) বিদ্যুত স্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা। | (ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা;<br>(খ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়া;<br>(গ) এ্যাজবেসটোমিস; এবং<br>(ঘ) ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ। |
| ৩২। | বিস্কুট বা বেকারী কারখানার কাজ (Biscuit factory or bakery)। | (ক) আটা, বেকিং পাউডার ও চিনি মিশানো;<br>(খ) আগুনের চুল্লীতে কাজ করা;<br>(গ) চুলায় বেকিং ট্রে প্রবেশ এবং বাহির করা; এবং<br>(ঘ) দিন বা রাত উভয় সিফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা। | (ক) মাথা ব্যথা;<br>(খ) বমি হওয়া;<br>(গ) দৃষ্টি শক্তি সমস্যা;<br>(ঘ) ক্ষুধামন্দা; |

| ক্রমিক নং | পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র | অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ | শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| | | | (ঙ) পাকস্থলিতে ঘা;<br>(চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য;<br>(ছ) পাকস্থলিতে প্রদাহ; এবং<br>(জ) যকৃতে প্রদাহ। |
| ৩৩। | সিরামিক কারখানার কাজ (Ceramic factory)। | (ক) প্রচন্ড তাপের মাঝে কাজ করা; এবং<br>(খ) রাসায়নিক সিলিকা জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা। | (ক) সিলিকসিস;<br>(খ) ফুসফুসে ক্যান্সার; এবং<br>(গ) কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার। |
| ৩৪। | নির্মাণ কাজ (Construction)। | (ক) পাথর ভাঁঙ্গা ও ইট-ভাটায় কাজ করা;<br>(খ) রাজমিস্ত্রীকে সহযোগীতা করা;<br>(গ) ভারী জিনিস বহন করা;<br>(ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া কাজ করা; এবং<br>(ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ করা। | (ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;<br>(খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত;<br>(গ) ধনুষ্টংকার (টিটেনাস);<br>(ঘ) বাত;<br>(ঙ) হারনিয়া;<br>(চ) শ্বাসকষ্ট;<br>(ছ) যক্ষা;<br>(জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং<br>(ঝ) হাত ও পায়ে ঘা। |
| ৩৫। | কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে কাজ (Chemical factory)। | (ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা;<br>(খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা;<br>(গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় প্রচন্ড শব্দের মধ্যে কাজ করা, এবং<br>(ঘ) ভারী বোঝা বহন করা। | (ক) চামড়ার প্রদাহ;<br>(খ) হাতে ও পায়ে ঘা;<br>(গ) গিরায় ব্যথা;<br>(ঘ) বাত;<br>(ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং<br>(চ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ। |
| ৩৬। | কসাই এর কাজ (Butcher)। | (ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং<br>(গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা। | (ক) চামড়ার রোগ যেমন- খোস পাচড়া;<br>(খ) দাঁদ (একঁজিমা);<br>(গ) হাতে ও পায়ে ঘা; এবং<br>(ঘ) হৃদরোগ। |
| ৩৭। | কামারের কাজ (লোহা বা লৌহ পেটানোর কাজ) (Blacksmith)। | (ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহয্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করা। এবং<br>(খ) প্রচন্ড আওয়াজ, তাপ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা। | (ক) শ্রবণ যন্ত্রে সমস্যা;<br>(খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি;<br>(গ) গিরায় ব্যথা;<br>(ঘ) বাত;<br>(ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ;<br>(চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ;<br>(ছ) Tenosynvitis; Bursitis; এবং<br>(জ) দুর্ঘটনার কারণে হাত, পা ও চোখে ক্ষত। |
| ৩৮। | বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ (Handling of goods in the ports and ships)। | ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা। | (ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;<br>(খ) গিরায় ব্যথা ও ফুলে যাওয়া;<br>(গ) দৈহিক আঘাত; এবং<br>(ঘ) বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা । |